কুরআন মাজীদ

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ أَقْوَمُ

"নিঃসন্দেহে এ-কুরআন এমন পথ
দেখায়—যা সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ।"

(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৯)।

কুরআন মাজীদ

মূলপাঠ • সরল অনুবাদ • পার্শ্বটীকা

সরল অনুবাদ ও পার্শ্বটীকা সংযোজন

জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল বায়ান

কুরআন মাজীদ
মূলপাঠ, সরল অনুবাদ ও পার্শ্বটীকা
অনুবাদ ও টীকা স্বত্ব © ২০২৩
প্রথম সংস্করণ:
শা'বান ১৪৪৪ হিজরি/ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন
ফন্ট ক্রেডিট: প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান রনজু
মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়:
আইডিয়া প্রিন্টিং সলিউশন-০১৪০৩ ৮০০ ১০০
অনলাইন পরিবেশক:
• রকমারি.কম • ওয়াফি লাইফ
• আলাদা বই.কম • বইফেরি.কম

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ১১৮০ টাকা

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
www.maktabatulbayan.com

Quran Majeed: Main Text, Lucid Translation and Marginal Notes, translated and annotated by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2023.

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৭

কুরআন মানবজাতির পথপ্রদর্শক ৭

কুরআন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ৭

অনারবি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ৮

কেন এই নতুন অনুবাদ ও টীকাগ্রন্থ? ৯

যেসব গ্রন্থের ভিত্তিতে এ-অনুবাদ ও টীকা ৯

তাফসীর ৯

মাআনিল কুরআন ১১

প্রাচীন ও প্রামাণ্য অভিধান ১১

এ-অনুবাদের কিছু বিশেষত্ব ১১

চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ ১৪

কুরআন মাজীদ ১৫

সূরা ফাতিহা ১.....১৬

সূরা বাকারা ২.....১৭

সূরা আলে ইমরান ৩.....৬৫

সূরা নিসা ৪ .....৯২

সূরা মা'ইদা ৫ .....১২১

সূরা আনআম ৬ .....১৪৩

সূরা আ'রাফ ৭ .....১৬৬

সূরা আনফাল ৮ .....১৯২

সূরা তাওবা ৯ .....২০২

সূরা ইউনুস ১০ .....২২৩

সূরা হূদ ১১ .....২৩৬

সূরা ইউসুফ ১২.....২৫০

সূরা রা'দ ১৩.....২৬৪

সূরা ইবরাহীম ১৪ .....২৭০

সূরা হিজর ১৫ .....২৭৬

সূরা নাহল ১৬.....২৮২

সূরা বনী ইসরাঈল ১৭.....২৯৭

সূরা কাহ্‌ফ ১৮ .....৩০৮

সূরা মারইয়াম ১৯.....৩২০

সূরা ত্ব-হা ২০ .....৩২৭

সূরা আম্বিয়া ২১.....৩৩৭

সূরা হাজ্জ ২২.....৩৪৬

সূরা মুমিনুন ২৩.....৩৫৭

সূরা নূর ২৪.....৩৬৫

সূরা ফুরকান ২৫.....৩৭৪

সূরা শুআরা ২৬ .....৩৮১

সূরা নামল ২৭.....৩৯১

সূরা কাসাস ২৮.....৪০০

সূরা আনকাবূত ২৯.....৪১১

সূরা রূম ৩০ .....৪১৯

সূরা লুকমান ৩১ .....৪২৬

সূরা সাজদাহ্‌ ৩২.....৪৩০

সূরা আহযাব ৩৩.....৪৩৩

সূরা সাবা ৩৪ .....৪৪৩

সূরা ফাতির ৩৫ .....৪৪৯

সূরা ইয়াসীন ৩৬ .....৪৫৫

সূরা সাফফাত ৩৭ .....৪৬০

সূরা সোয়াদ ৩৮ .....৪৬৭

সূরা যুমার ৩৯ .....৪৭৩

সূরা মুমিন ৪০ .....৪৮২

সূরা হা মীম সাজদা ৪১.....৪৯২

সূরা শূরা ৪২ .....৪৯৮

সূরা যুখরুফ ৪৩ .....৫০৪

সূরা দুখান ৪৪.....৫১০

সূরা জাসিয়া ৪৫ .....৫১৩

সূরা আহকাফ ৪৬.....৫১৭

সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ .....৫২১

সূরা ফাতহ ৪৮.....৫২৬

সূরা হুজুরাত ৪৯.....৫৩০

সূরা কৃফ ৫০ .....৫৩৩

সূরা যারিয়াত ৫১ .....৫৩৫

সূরা তূর ৫২.....৫৩৮

সূরা নাজম ৫৩ ..... ৫৪১
সূরা কমার ৫৪ ..... ৫৪৩
সূরা আর-রহমান ৫৫ ..... ৫৪৬
সূরা ওয়াকিয়া ৫৬ ..... ৫৪৯
সূরা হাদীদ ৫৭ ..... ৫৫২
সূরা মুজাদালা ৫৮ ..... ৫৫৭
সূরা হাশর ৫৯ ..... ৫৬০
সূরা মুমতাহিনা ৬০ ..... ৫৬৪
সূরা ছফ ৬১ ..... ৫৬৬
সূরা জুমুআ ৬২ ..... ৫৬৮
সূরা মুনাফিকুন ৬৩ ..... ৫৬৯
সূরা তাগাবুন ৬৪ ..... ৫৭১
সূরা তালাক ৬৫ ..... ৫৭৩
সূরা তাহরীম ৬৬ ..... ৫৭৫
সূরা মুলক ৬৭ ..... ৫৭৭
সূরা কলম ৬৮ ..... ৫৭৯
সূরা হাক্কাহ ৬৯ ..... ৫৮২
সূরা মাআরিজ ৭০ ..... ৫৮৪
সূরা নূহ ৭১ ..... ৫৮৬
সূরা জিন ৭২ ..... ৫৮৮
সূরা মুযযাম্মিল ৭৩ ..... ৫৯১
সূরা মুদ্দাসসির ৭৪ ..... ৫৯৩
সূরা কিয়ামাহ ৭৫ ..... ৫৯৫
সূরা দাহর ৭৬ ..... ৫৯৭
সূরা মুরসালাত ৭৭ ..... ৫৯৯
সূরা নাবা ৭৮ ..... ৬০১
সূরা নাযিয়াত ৭৯ ..... ৬০২
সূরা আবাসা ৮০ ..... ৬০৪
সূরা তাকভীর ৮১ ..... ৬০৫
সূরা ইনফিতার ৮২ ..... ৬০৬
সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ ..... ৬০৭
সূরা ইনশিকাক ৮৪ ..... ৬০৯
সূরা বুরূজ ৮৫ ..... ৬১০
সূরা তারিক ৮৬ ..... ৬১১
সূরা আ'লা ৮৭ ..... ৬১২
সূরা গাশিয়া ৮৮ ..... ৬১২
সূরা ফাজর ৮৯ ..... ৬১৩
সূরা বালাদ ৯০ ..... ৬১৫
সূরা শামস ৯১ ..... ৬১৫
সূরা লাইল ৯২ ..... ৬১৬
সূরা দুহা ৯৩ ..... ৬১৭
সূরা ইনশিরাহ ৯৪ ..... ৬১৭
সূরা তীন ৯৫ ..... ৬১৮
সূরা আলাক ৯৬ ..... ৬১৮
সূরা কদর ৯৭ ..... ৬১৯
সূরা বাইয়িনা ৯৮ ..... ৬১৯
সূরা যিলযাল ৯৯ ..... ৬২০
সূরা আদিয়াত ১০০ ..... ৬২০
সূরা কারিআ ১০১ ..... ৬২১
সূরা তাকাসুর ১০২ ..... ৬২১
সূরা আসর ১০৩ ..... ৬২২
সূরা হুমাযা ১০৪ ..... ৬২২
সূরা ফীল ১০৫ ..... ৬২২
সূরা কুরাইশ ১০৬ ..... ৬২৩
সূরা মাঊন ১০৭ ..... ৬২৩
সূরা কাউসার ১০৮ ..... ৬২৩
সূরা কাফিরূন ১০৯ ..... ৬২৩
সূরা নাসর ১১০ ..... ৬২৪
সূরা লাহাব ১১১ ..... ৬২৪
সূরা ইখলাস ১১২ ..... ৬২৪
সূরা ফালাক ১১৩ ..... ৬২৫
সূরা নাস ১১৪ ..... ৬২৫

কুরআন মাজীদের কিছু বৈশিষ্ট্য ৬২৬

আল্লাহ তাআলার বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ৬২৬
উত্থান-পতনের নেপথ্য কারণ ৬২৬
কুরআন অনুসরণ করা ও না করার পরিণতি ৬২৬
কুরআন ও বিভিন্ন মানুষের উদাহরণ ৬২৬

কিছু হৃদয়গ্রাহী দুআ ৬২৭

কুরআনের কিছু বিশেষ শব্দের অর্থ ৬২৯

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রশংসা সবই আল্লাহর—যিনি মানবজাতিকে নানাবিধ অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য কুরআন নাযিল করেছেন[১] এবং একে সুরক্ষিত রাখার ওয়াদা দিয়েছেন।[২] শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যাঁকে আল্লাহ তাআলা কুরআন পড়ে শোনানো, শেখানো ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন।[৩] শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ, সকল সাহাবি ও তাঁদের অনুসারীদের ওপর।

কুরআন মানবজাতির পথপ্রদর্শক

আদম ﷺ-কে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় আল্লাহ তাআলা এক বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছিলেন:

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٣٨ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِأٰيَاتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝٣٩

> "আমি বললাম—এখান থেকে সবাই নেমে যাও! আমার পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশনা তোমাদের কাছে এলে, যারা আমার নির্দেশনা মেনে চলবে, তাদের কোনও ভয় থাকবে না, তারা চিন্তিতও হবে না; আর যারা আমার পয়গাম প্রত্যাখ্যান করবে ও সেগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে, তারা হবে জাহান্নামী, সেখানে তাদের চিরকাল থাকতে হবে।"[৪]

এ-নির্দেশনার অংশ হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাঁর পয়গাম দিয়ে যুগে যুগে পাঠিয়েছেন নবি-রাসূল, পাঠিয়েছেন আসমানি কিতাব। এরই ধারাবাহিকতায় পাঠানো হয়েছে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে, নাযিল করা হয়েছে চূড়ান্ত পয়গাম কুরআন মাজীদ। আগের নবি-রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছিল সুনির্দিষ্ট এলাকার মানুষের জন্য, কিন্তু সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

> "বলো—ও মানুষ, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর বার্তাবাহক।"[৫]

কুরআন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা

কুরআন নাযিল করা হয়েছে আরবি ভাষায়, কারণ সর্বপ্রথম যাদের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের ভাষা ছিল আরবি। কিন্তু এর পয়গাম সর্বজনীন—সকল যুগের, সকল এলাকার মানুষের জন্য। এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াত; এ হিদায়াত মেনে চলার পুরস্কার জান্নাত, লঙ্ঘন করার পরিণাম জাহান্নাম। তবে, সমগ্র মানবজাতির ভাষা এক নয়; ভাষার এ বৈচিত্র্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলার অপার ক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন।[৬] অনারব লোকদের জন্য কুরআন বোঝা ও তা থেকে সরাসরি উপদেশ নেওয়ার উপায় দুটি:

[১] দেখুন: সূরা ইবরাহীম ১৪:১, সূরা হাদীদ ৫৭:৯; সূরা তালাক ৬৫:১১।
[২] দেখুন: সূরা হিজর ১৫:৯; হা মীম সাজদাহ ৪১:৪১–৪২;
[৩] দেখুন: সূরা বাকারা ২:১২৯; আলে ইমরান ৩:১৬৪; নাহল ১৬:৪৪; জুমুআ ৬২:২।
[৪] সূরা বাকারা ২:৩৮–৩৯।
[৫] সূরা আ'রাফ ৭:১৫৮।
[৬] দেখুন: সূরা রূম ৩০:২২।

(১) কুরআন নাযিলের সময়কার আরবি ভাষা ভালোভাবে শিখে নেওয়া, অথবা (২) তার মাতৃভাষায় কুরআনের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করা। নিঃসন্দেহে প্রথমটি অধিক কার্যকরী, তবে তা সবার জন্য সম্ভব হয়ে ওঠে না; সে-ক্ষেত্রে অনুবাদই হয়ে দাঁড়ায় তাদের বিকল্প উপায়।

অনারবি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ

কুরআন নাযিলের দেড়শ বছরের মধ্যে ইসলাম পৌঁছে যায় পশ্চিমে স্পেন-পর্তুগাল-মরক্কো থেকে নিয়ে পূর্বে চীন পর্যন্ত। তবে ভাষার দিক দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে তার প্রভাব পড়েছে দুই রকম: (১) পশ্চিম অঞ্চলের লোকজন ধীরে ধীরে স্থানীয় ভাষা ছেড়ে আরবিকে পুরোপুরি আয়ত্ত করে নেয়, সেই থেকে আজ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য, নিকট প্রাচ্য বা উর্বর অর্ধচন্দ্র ও সমগ্র উত্তর আফ্রিকার গণমানুষের ভাষা আরবি, ফলে তাদের স্থানীয় ভাষায় কুরআন অনুবাদের প্রয়োজন পড়েনি। (২) কিন্তু পারস্য ও খোরাসান অঞ্চলের মুসলিমগণ স্থানীয় পাহলবি বা ফারসি ভাষা চর্চা বন্ধ করেননি, বরং এখানকার মুসলিম মনীষীগণ হয়ে ওঠেন দ্বিভাষিক: ঘরোয়া পরিবেশে তারা ব্যবহার করতেন ফারসি, কিন্তু শিক্ষা ও জ্ঞান-গবেষণা চালাতেন আরবি ভাষায়। ধীরে ধীরে গণমানুষের মুখের ভাষা ফারসিতে বিপুল পরিমাণ আরবি শব্দ ও ইসলামি পরিভাষা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, গণমানুষের পক্ষেও আরবি ভাষা শেখা সহজ হয়ে যায়। সেখানে **আল্লামা যামাখ্‌শারি** (মৃত্যু ৫৩৮ হি./ ১১৪৩ খ্রি.) সম্ভবত প্রথম মনীষী, যিনি **"মুকাদ্দিমাতুল আদাব"** শিরোনামে প্রথম আরবি-ফারসি দ্বিভাষিক অভিধান রচনা করেছেন। ফলে, এখানে আরবি ও ফারসি চর্চা একসঙ্গে অগ্রসর হয়েছে, ফারসিতে কুরআন অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন পড়েনি।

জনসংখ্যা বিবেচনায় ভারতীয় উপমহাদেশ মুসলিম উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। তবে, এখানে আরবি ভাষা চর্চা সন্তোষজনক মানের না হওয়ার পেছনে দুটি উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে: (১) ৭১২ সনে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশ সরাসরি আরবদের রাজনৈতিক সংস্পর্শে আসে, কিন্তু এ সংযোগ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, ফলে এ অল্প সময়ে এখানে আরবি চর্চা খুব বেশি বেগবান হয়নি। (২) উপমহাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে স্থায়ীভাবে মুসলিমদের আবির্ভাব ঘটে ১২০০ সালের পর। এবার আরবদের মাধ্যমে নয়, বরং খোরাসানীদের মাধ্যমে—যাদের ভাষা ছিল ফারসি। সেই থেকে নিয়ে ইংরেজ আমলের প্রথম একশ বছর পর্যন্ত শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় কাজে ফারসি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, আর গণমানুষ চর্চা করেছে নিজ নিজ স্থানীয় ভাষা; এ-সময়েও আরবি ভাষার সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক খুব বেশি মজবুত হয়নি।

ফলে স্থানীয় ভাষায় কুরআন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা যত তীব্রভাবে এ-উপমহাদেশে অনুভূত হয়েছে, মুসলিম বিশ্বের অন্যত্র এ-প্রয়োজন ততটা তীব্রভাবে দেখা দেয়নি। গণমানুষকে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহমুখী করার ক্ষেত্রে এ-উপমহাদেশে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ **শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি** ﵀ (মৃত্যু ১১৭৬ হি./ ১৭৬২ খ্রি.)। অনেক বিরোধিতা, তির্যক মন্তব্য ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি **"ফাতহুর রহমান"** শিরোনামে কুরআন মাজীদের প্রথম ফারসি তরজমা প্রকাশ করেন। পলাশি যুদ্ধের পাঁচ বছর পর ১৭৬২ সনে শাহ সাহেবের ইন্তেকাল হয়। তারপর থেকে উপমহাদেশে ফারসি ভাষার প্রভাব কমে আসে, আর ধীরে ধীরে নতুন ভাষা উর্দু জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শাহ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র **শাহ আবদুল কাদির** ﵀ (মৃত্যু ১২৩০ হি./ ১৮১৫ খ্রি.) **"মূজিহে কুরআন"** শিরোনামে উর্দু ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। এ-অনুবাদটিকে উর্দু ভাষায় একটি বিস্ময়কর নিদর্শন মনে করা হয়। এর প্রায় একশ বছর পর উর্দু ভাষার বাকরীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিলে, শাহ আবদুল কাদির সাহেবের উর্দু অনুবাদটিকে হালনাগাদ করার কাজে এগিয়ে আসেন আরেক মহান আলিম—মাওলানা **মাহমুদ হাসান দেওবন্দী** ﵀ (মৃত্যু ১৯২০ খ্রি.)। পরবর্তী সময়ে

উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় রচিত কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরগ্রন্থাবলির বেশিরভাগ শাহ সাহেবের অনুবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভাষাভাষীর দিক দিয়ে উপমহাদেশের আরেকটি শক্তিশালী ভাষা বাংলা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ-ভাষায় কুরআন অনুবাদের কাজ শুরু হলেও, এ-কাজে উল্লেখযোগ্য গতিসঞ্চার হয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে। মা শা আল্লাহ, তারপর থেকে এ যাবৎ বাংলা ভাষায় কুরআন মাজীদ ও আরবি-উর্দু তাফসীরগ্রন্থাবলির অনেকগুলো অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

কেন এই নতুন অনুবাদ ও টীকাগ্রন্থ?

হাদীস শরীফে এসেছে "কুরআন থেকে আলিমগণ কখনও পরিতৃপ্ত হবে না, এর বিস্ময়ও কখনও শেষ হবে না।" এ-থেকে বোঝা যায়, কুরআন-কেন্দ্রিক কাজ এক অন্তহীন প্রক্রিয়া। এরই ধারাবাহিকতায় দেড় হাজার বছর ধরে অজস্র তাফসীর ও অনুবাদ প্রস্তুত হয়েছে, এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে, ইন শা আল্লাহ। সুতরাং, এদিক থেকে নতুন অনুবাদ কোনও বিস্ময়ের বিষয় নয়। তাছাড়া, গত দুই যুগ যাবৎ কুরআনের প্রাচীন তাফসীর, মাআনি ও লুগাত-শাস্ত্রের বইপুস্তকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকার সুবাদে আমার এ-আগ্রহ দিন দিন প্রবলতর হয়েছে যে—কুরআনের শব্দাবলির যেসব ব্যাখ্যা কুরআন নাযিলের কাছাকাছি সময়ের মনীষীদের কিতাবগুলোতে স্থান পেয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের একটি অনুবাদ ও টীকাগ্রন্থ প্রকাশ করা যেতে পারে। পাশাপাশি, বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ বন্ধু আলাপচারিতায় জানিয়েছেন—কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরগ্রন্থ পড়তে গিয়ে তারা এক বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হন: কুরআন মাজীদে খুব দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নাম ব্যবহার না করে তৃতীয়পুরুষের সর্বনাম (যেমন—তারা, ওরা, সে) ব্যবহারের দরুন, শুধু অনুবাদগ্রন্থগুলো থেকে বোঝা যায় না—কত আয়াত থেকে শুরু হয়ে কত আয়াত পর্যন্ত কোন প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে, আর ওই সর্বনামগুলো দিয়েই বা কাদের বোঝানো হচ্ছে। তাফসীরগ্রন্থগুলো থেকে এসব সমস্যার সমাধান মেলে, তবে সেসব গ্রন্থের পরিধি অনেক বড়ো হওয়ায় সাধারণ পাঠকদের অনেকের পক্ষে সেগুলো পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না। আবার সম্মানিত হাফিজদের অনেকে জানিয়েছেন—প্রচলিত অনুবাদগ্রন্থাবলিতে হিফজুল কুরআনের পৃষ্ঠাবিন্যাস অটুট না থাকায়, তাদের অনুবাদ-অধ্যয়ন ও তিলাওয়াতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মুসহাফ খুলতে হয়। এরকম আরও কিছু বিষয় সামনে রেখে এই অনুবাদ ও টীকাগ্রন্থ প্রস্তুত করা হলো।

যেসব গ্রন্থের ভিত্তিতে এ-অনুবাদ ও টীকা

এ-অনুবাদ ও টীকাগ্রন্থ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রধানত তিন ধরনের কিতাবপত্র ব্যবহার করা হয়েছে: (১) তাফসীর, (২) মাআনিল কুরআন তথা কুরআনের শব্দকোষ, ও (৩) অভিধান। তিনটি ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে কুরআন নাযিলের কাছাকাছি সময়ে রচিত কিতাবপত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে, কারণ কুরুনে সালাসা তথা ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের যত কাছাকাছি পৌঁছা যাবে, জ্ঞান তত বেশি নির্ভরযোগ্য ও বিদআত-বিকৃতিমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তাছাড়া, প্রথম তিনশ হিজরির মধ্যেই ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখা—কিরাআত, তাফসীর, হাদীস, আছার, ফিকহ, অভিধান, ও ব্যাকরণ—অত্যন্ত মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যায়, এর পরের দুশ বছর ধরে চলে তাহযীব তথা পরিমার্জনের কাজ, তার পরবর্তী সময়কাল মূলত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সম্প্রসারণের কাল। তাই, প্রথম পাঁচশ বছরের গ্রন্থাবলির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

তাফসীর

কুরআন বোঝার বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো—কোনও আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে কুরআনের অন্য জায়গায় কী বলা

হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ কী বলেছেন, তা সবার আগে দেখা। কারণ অনেকসময় কুরআন মাজীদে এক জায়গায় একটি বিষয় সংক্ষেপে আর অন্য জায়গায় বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, এদিক দিয়ে কুরআন নিজেই নিজের ব্যাখ্যা। আবার কুরআন মাজীদেই আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যার দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর রাসূল ﷺ-কে। এদিক থেকে সুন্নাহ হলো কুরআন মাজীদের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা (Authorized Interpretation)। কুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের সামনেই কুরআন নাযিল হয়েছে, ফলে কোন আয়াতের ইঙ্গিত কোন ব্যক্তি বা ঘটনার দিকে, তা তাঁরা অন্যদের চেয়ে ভালো জানেন। আর এ-তিনটি একসঙ্গে জানার উপায় হলো প্রাচীন তাফসীরগ্রন্থাবলি, যেখানে কুরআনের অপরাপর আয়াত, নবি ﷺ-এর হাদীস এবং সাহাবি ও তাবিয়িগণের আসার বিপুল পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরের ক্ষেত্রে নিচের পাঁচটি গ্রন্থের ওপর নির্ভর করা হয়েছে:

» **ইমাম ইবনু জারীর তাবারি** ﵀ (২২৪–৩১০ হি.)-এর **"জামিউল বায়ান আন তা'বীলি আ-য়িল কুরআন"**। ইমাম তাবারি এই বিশ্বকোষতুল্য তাফসীরগ্রন্থে আয়াত, হাদীস ও আসারের ভিত্তিতে সমগ্র কুরআনের তাফসীর পেশ করেছেন। এটি ইসলামের ইতিহাসে রচিত প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ তাফসীরগ্রন্থ। একে أَصَحُّ التَّفَاسِيْرِ বা 'বিশুদ্ধতম তাফসীরগ্রন্থ' ও 'বিদআতমুক্ত'-এর বিশেষণও দেওয়া হয়েছে। এই অনুবাদ ও টীকাগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে দারুল হাদীস সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ২০১০ সনে বারো খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

» **ইমাম আবু ইসহাক ঝাজ্জাজ** ﵀ (মৃত্যু ৩১১ হি.)-এর **"মাআনিল কুরআন ওয়া ই'রাবুহূ"**। তাঁকে আরবি ভাষা, ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্বের ইমাম মনে করা হয়। ইমাম বাগাবি তাঁর তাফসীরগ্রন্থে অনেকবার ঝাজ্জাজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি 'আত-তাফসীরুল কাবীর' গ্রন্থে ঝাজ্জাজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন পাঁচশ বারেরও বেশি। আলহামদু লিল্লাহ, পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত এ-কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা পড়ে এর নির্যাস অনুবাদ ও পার্শ্বটীকায় যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে ব্যবহৃত হয়েছে ২০০৬ সনের আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা সংস্করণ।

» **ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাবি** ﵀ (মৃত্যু ৫১০ হি.)-এর **"লুবাবুত তা'বীল ফী মাআলিমিত তানযীল"**। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদআত ও দঈফ হাদীস ব্যবহার থেকে এটি অনেক নিরাপদ। ব্যবহৃত হয়েছে ২০১৪ সনের দার ইবনি হাযম সংস্করণ।

» **আল্লামা যামাখশারি** ﵀ (৪৬৭–৫৩৮ হি.)-এর **"আল-কাশশাফ আন হাকাইকিত তানযীল"**। তাফসীর, আরবি ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ও অভিধানশাস্ত্রের এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা। কুরআনের জটিল শব্দের অর্থ, ঈযাজ বা সুসংক্ষেপণের জায়গায় যথোপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ, আয়াতের ভেতরকার বাক্যবিন্যাসের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ও সর্বোপরি ভাষাভিত্তিক সৌন্দর্য বিশ্লেষণে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তবে যামাখশারির তাফসীরের অন্যতম ত্রুটি হিসেবে ধরা হয় তাঁর মু'তাযিলা চিন্তা-দর্শনকে। তাঁর তাফসীরগ্রন্থ থেকে মু'তাযিলা চিন্তা-দর্শনের ত্রুটি দূর করার জন্য একশ বছর পর এগিয়ে এসেছেন ইমাম বায়যাবি। তাই, কাশশাফের ওপর এককভাবে নির্ভর না করে, বায়যাবি'র সংক্ষিপ্তরূপটিকেও সামনে রাখা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে ২০১২ সনের দার ইবনি হাযম সংস্করণ।

» **ইমাম নাসিরুদ্দীন বায়যাবি** ﵀ (মৃত্যু ৬৮৫ হি.)-এর **"আনওয়ারুত তানযীল ও আসরারুত তা'বীল"**। তিনি যামাখশারির কাশশাফ গ্রন্থটি থেকে মু'তাযিলা চিন্তা-দর্শন বাদ দিয়ে এর ভাষা ও ব্যাকরণগত সৌন্দর্য ধারণ করে এ-তাফসীরগ্রন্থটি রচনা করেছেন। ফলে মুসলিম বিশ্বে—বিশেষত এশিয়া অঞ্চলে—আলিমদের মধ্যে এটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ-অনুবাদে ২০১৭ সনের দারুল মারিফা সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।

মাআনিল কুরআন

» ফাররা ﵀ (মৃত্যু ২০৭ হি.)-এর **মাআনিল কুরআন**,

» আবু উবাইদা মা'মার ইবনু মুসান্না ﵀ (মৃত্যু ২১০ হি.)-এর **মাজাযুল কুরআন**,

» আখফাশ আওসাত ﵀ (মৃত্যু ২২১ হি.)-এর **মাআনিল কুরআন**,

» ইবনু কুতাইবা দীনাওয়ারি ﵀ (মৃত্যু ২৭৬ হি.)-এর **তাফসীরু গরীবিল কুরআন** ও **তা'বীলু মুশকিলিল কুরআন**, এবং

» আবু জাফর নাহ্হাস ﵀ (মৃত্যু ৩৩৮ হি.)-এর **মাআনিল কুরআন**।

এসব গ্রন্থ থেকে মাঝেমধ্যে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি; তবে, **"কুরআনের অভিধান"** শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করা হচ্ছে, সেখানে এসব গ্রন্থের যাবতীয় অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হবে, ইন শা আল্লাহ, আর আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা।

প্রাচীন ও প্রামাণ্য অভিধান

হিজরি দ্বিতীয় শতকেই আরবি অভিধান সংকলনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল, যাতে কুরআন-সুন্নাহয় ব্যবহৃত শব্দগুলোর আসল অর্থ হারিয়ে না যায়। অভিধান-সংকলকগণ মরুচারী বেদুইনদের তাঁবুতে তাঁবুতে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছেন শব্দের নির্ভুল ও নির্ভেজাল অর্থ সংগ্রহের জন্য। হিজরি দ্বিতীয় শতক থেকে নিয়ে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত অসংখ্য প্রামাণ্য অভিধান রচিত হয়েছে। এ-অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধানত নিচের অভিধানগুলো সামনে রাখা হয়েছে:

» খলিল ইবনু আহমাদ ফারাহীদি ﵀ (১০০–১৬০ হি.)-এর **কিতাবুল আইন**। কোনও কোনও গবেষকের মতে, আধুনিক অভিধান বলতে যা বোঝায় সে-দৃষ্টিকোণ থেকে এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম অভিধান। আর এর রচয়িতা ছিলেন আরবি ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণশাস্ত্রের অবিসংবাদিত ইমাম। তিনি যুহদ ও তাকওয়ার জন্যও ছিলেন সমানভাবে প্রসিদ্ধ।

» ইবনু দুরাইদ আযদি (২২৩–৩২১ হি.)-এর **জামহারাতুল লুগাহ**।

» আবু মানসুর আযহারি ﵀ (২৮২–৩৭০ হি.)-এর **তাহযীবুল লুগাহ**। তিনি ছিলেন ভাষাবিদ, কিরাআত-বিশেষজ্ঞ ও প্রখ্যাত ফকীহ।

» ইবনু সীদাহ আন্দালুসি ﵀ (মৃত্যু ৪৫৮ হি.)-এর **আল-মুহকাম ওয়াল মুহীতুল আজম**।

» তাছাড়া, জাওহারি'র **সিহাহ**, ইবনু ফারিসের **মাকাঈস** ও **মুজমাল**, রাগিব ইস্পাহানির **মুফরাদাত**, ইবনু মানযূরের **লিসানুল আরব**, ফাইয়ূমির **আল-মিসবাহুল মুনীর**, ফিরূযাবাদি'র **আল-কামূসুল মুহীত** ও এর ওপর মুরতাযা যাবীদি'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ **তাজুল আরূস** থেকেও যথেষ্ট সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

এ-অনুবাদের কিছু বিশেষত্ব

» **সহজ ভাষা:** অর্থের বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ন রেখে অনুবাদের ভাষাকে যথাসম্ভব সহজ, চলিত ও গতিশীল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

» **অর্থের যথার্থতা:** আল্লাহর কালাম অন্য ভাষায় হুবহু প্রকাশ করা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তারপরও কুরআনের অন্যান্য আয়াত, হাদীস, আসার ও খাইরুল কুরুনের কাছাকাছি সময়ে রচিত তাফসীর, মাআনিল কুরআন ও কুরআন ভিত্তিক প্রাচীন ও প্রামাণ্য অভিধানের ভিত্তিতে কুরআনের শব্দাবলির যথাযথ অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।

» **যতিচিহ্নের ব্যবহার:** কুরআন মাজীদে কখনও এক আয়াতে একাধিক বাক্য স্থান পেয়েছে, আবার কখনও একাধিক আয়াত মিলে একটি বাক্য হয়েছে। প্রত্যেক আয়াতের জন্য আলাদা প্যারা ব্যবহার করা হলে অনেকসময় বক্তব্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় ভেঙে যায়, পড়ার গতিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই প্রত্যেক আয়াতের জন্য আলাদা প্যারা ব্যবহার না করে, একই বিষয়ের আয়াতগুলোকে একই প্যারায় রাখা হয়েছে, যাতে পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য সহজে বুঝে আসে। এ-উদ্দেশে যথাযথভাবে যতিচিহ্ন ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। তাই দেখা যাবে কখনও এক আয়াতের ভেতরে একাধিক দাঁড়ি, আবার কখনও কখনও আয়াতের পর আয়াত চলছে কমা, সেমিকোলন ও কোলন দিয়ে; কারণ কখনও প্রথম আয়াত মুজমাল (সংক্ষিপ্ত), পরের আয়াত মুফাসসাল (ব্যাখ্যাসম্বলিত); এরূপ ক্ষেত্রে মুফাসসাল আয়াতের অনুবাদের শুরুতে এসব ক্ষেত্রে কোলন বা ড্যাশ ব্যবহার করা হয়েছে।[১]

» **পাদটীকায় শব্দার্থ:** কুরআনের বহুল-ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দের অর্থ পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। একই শব্দ একাধিক জায়গায় থাকলে, শুধু প্রথমবারের পাদটীকায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন "আরশ" শব্দটি কুরআনের বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতে প্রথমবার আসায়, আরশ শব্দের একাধিক অর্থ কেবল সেখানকার পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

» **হিফজুল কুরআনের পৃষ্ঠা-বিন্যাস:** উপমহাদেশে প্রচলিত হিফজুল কুরআনের পৃষ্ঠা-বিন্যাস অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে পৃষ্ঠা নম্বরের ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত আয়াতটি সহজে খুঁজে নিতে পারেন, পৃষ্ঠার ডানপাশে পারা ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠার অনুবাদ ওই পৃষ্ঠাতেই শেষ করায় পূর্ণাঙ্গ আয়াত ও তার অনুবাদের জন্য অপর পৃষ্ঠায় যেতে হবে না।

» **পৃষ্ঠার ওপরে সূরার ক্রমিক নম্বর ও আয়াতের সীমা:** প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে সূরার নামের সঙ্গে সূরার ক্রমিক নম্বর ও ওই পৃষ্ঠায় কত আয়াত থেকে কত আয়াত পর্যন্ত রয়েছে (যেমন সূরা নিসা ৪:৮১–৮৭) তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব বইয়ে কুরআনের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে সূরার নাম উল্লেখ না করে কেবল সূরা নং ও আয়াত নং (যেমন ৪:৮৫) উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর উদ্ধৃতিও এ-সংস্করণ থেকে সহজে খুঁজে নেওয়া যাবে।

» **সমান্তরাল পাঠ:** আয়াতের আরবি মূলপাঠ ও বাংলা অনুবাদ একই সমান্তরালে রাখা হয়েছে, যাতে কোন বাক্যাংশের অনুবাদ কোনটি তা পাঠকগণ সহজে খুঁজে নিতে পারেন।

» **প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদভিত্তিক বিন্যাস:** একই বক্তব্যসম্বলিত আয়াতগুলোকে একসঙ্গে এক প্যারাগ্রাফে রাখা হয়েছে, যাতে গুচ্ছ আয়াতগুলোর সামষ্টিক ভাব সহজে বোঝা যায়।

» **পার্শ্বটীকায় মূলভাব:** প্রতিটি আয়াত/আয়াতসমষ্টির শিক্ষা ও সারাংশ বামপাশে পার্শ্বটীকা আকারে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পাঠকগণ আয়াতগুলোর মর্মকথা সহজে মনে রাখতে পারেন।

» **ভিন্ন কালি দিয়ে প্রধান বিষয় চিহ্নিতকরণ:** বড়ো সূরাতে অনেকগুলো প্রধান বিষয় (major theme) থাকে। সেগুলো সংশ্লিষ্ট স্থানের শুরুতে পার্শ্বটীকায় লাল কালিতে চিহ্নিত করা করা হয়েছে। ফলে পাঠক চাইলে সূরাটি শুরু করার আগে এক/দুই মিনিট নজর বুলিয়ে সূরার সামগ্রিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন। প্রধান বিষয় (major theme)-এর অধীনে স্থান পেয়েছে এর অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো, যা কালো কালিতেই রাখা হয়েছে।

» **নাযিলের সময়কাল:** সূরার পাশে শুধু মাক্কী/মাদানী লিখে ক্ষান্ত থাকা হয়নি, বরং নাযিলের আনুমানিক সময়কাল ও বিশেষ ঘটনা থাকলে তা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পড়ার শুরুতেই সে-সময়ের চিত্র

---

[১] এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: ইবনু হিশাম (মৃত্যু ৭৬১ হি.), মুগনিল লাবীব আন কুতুবিল আ'আরিব, দারুল লুবাব, ইস্তাম্বুল ১৪৩৯, পৃ. ২২৩।

মাথায় থাকে।

» **তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন:** পার্শ্বটীকায় বিষয়বস্তু ও মূলশিক্ষা উল্লেখ করার পর বহু জায়গায় **"মিলিয়ে পড়ুন..."** শিরোনামে কুরআনের আর কোথায় এ-বিষয়ের সম্পূরক অংশ আছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব cross reference মিলিয়ে পড়লে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি সংক্ষিপ্ত তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন তথা কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীরের কাজ করবে, ইন শা আল্লাহ।

» **পাদটীকা:** বেশ কিছু পাদটীকায় প্রামাণ্য তাফসীরগ্রন্থের উদ্ধৃতি, ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ধৃতগ্রন্থের মূলপাঠ ও বিকল্প অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে।

» **অনুবাদে গুচ্ছ শব্দের ব্যবহার;** কুরআনের বহু শব্দ এমন, যা এক শব্দে বাংলা করা হলে তার মূলভাব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে না, যেমন 'তাযকিরা' শব্দের অনুবাদ 'স্মারক' করার চেয়ে 'স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পয়গাম' করা হলে ভাব অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ইসতাকবারা' শব্দের অর্থ শুধু 'অহংকার করা' বললে যে-কোনও অহংকার এর মধ্যে চলে আসে, অথচ কুরআনে এটি ব্যবহৃত হয়েছে 'আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করতে অহংকার করা' অর্থে।[১]

» **সহজ ফন্ট:** লিথোগ্রাফিক প্রেসের যুগে উদ্ভাবিত কলকাতা ফন্টটি এ-অঞ্চলের প্রবীণ লোকদের কাছে সুপরিচিত ও সহজবোধ্য; বিশেষত এর হরকত ও অন্যান্য চিহ্ন অনেক স্পষ্ট। এরপর আরও কিছু ফন্ট উপমহাদেশীয় মুসহাফগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলোর জযম ও অন্যান্য চিহ্ন ভিন্ন রকমের। উভয় ফন্টই একটু বেশি মোটা। এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এমন এক ফন্টের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যা হবে দৃষ্টিনন্দন, সরু, তীক্ষ্ণ, সহজবোধ্য ও চোখের জন্য আরামদায়ক এবং একইসঙ্গে উপমহাদেশের সুপরিচিত চিহ্নবিশিষ্ট। আলহামদু লিল্লাহ, বহুদিনের চেষ্টায় এমন একটি ফন্ট মডিফাই করে এ-মুসহাফে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই অনুবাদ ও টীকা একটি চলমান প্রক্রিয়া; কুরআন নাযিলের কাছাকাছি সময়ে লিখিত গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি ধীরে ধীরে পরবর্তী সংস্করণগুলোতে প্রকাশ করা হবে, ইন শা আল্লাহ। নির্ভুলতা নিশ্চিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে; তবে ভুলভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য, সে-হিসেবে অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। তাই সমঝদার পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ থাকবে—কোনও ভুলভ্রান্তি নজরে পড়লে আপনারা আমাদের অবহিত করবেন, ইন শা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণগুলোতে আমরা সেগুলো নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থগুলোর আলোকে সংশোধন করে দেবো। পরিশেষে, আল্লাহ তাআলার কাছে একান্ত প্রার্থনা—আল্লাহ আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করে দিন, মৃত্যু পর্যন্ত কুরআনের সঙ্গে যুক্ত থাকা ও এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

জিয়াউর রহমান মুন্সী

jiarht@gmail.com

১৫ শা'বান, ১৪৪৪ হিজরি/ ৭ মার্চ, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

---

[১] দেখুন: সূরা আ'রাফ ৭:২০৬; তাবারি ১/৩৬০, ২/৩৪, ৫/২৭৮।

চিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ

হিফজুল কুরআনের পারা ও পৃষ্ঠা নং

সূরা নং | আয়াতের পরিধি | পৃষ্ঠা নং

মূল পার্শ্বটীকা → **ধোঁকা** আয়াত ৬-১২

অধীন পার্শ্বটীকা/আয়াতের মূলকথা → মানুষ অকৃতজ্ঞ ও ধোঁকার শিকার; ধোঁকার কারণ: পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা; মানুষের সবকিছু লিখে রাখা হচ্ছে!

يَآ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ٦ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ٧ فِيْٓ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٨ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ ١٠ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ١١ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ١٢

ও মানুষ! তোমার মহান রবের ব্যাপারে তোমাকে কীসে ধোঁকায় ফেলল[৬]—যিনি তোমাকে সৃষ্টি করে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ রূপ দিয়েছেন,[৭] তার পছন্দমতো আকারে তোমাকে গঠন করেছেন?[৮] না, বরং (ধোঁকায় পড়ার আসল কারণ হলো:) তোমরা (পরকালের) প্রতিদানকে* মিথ্যা মনে করো,[৯] অথচ তোমাদের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করা আছে![১০]—যারা সম্মানিত, লেখায় নিয়োজিত,[১১] তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত।[১২]

পাদটীকা চিহ্ন

পরকালের চিত্র আয়াত ১৩-১৯: অনুগতরা থাকবে অনুগ্রহে আর অবাধ্যরা আগুনে; অবাধ্যরা সেখান থেকে বের হতে পারবে না

Crossreference/আরো যেখানে আছে → মিলিয়ে পড়ুন ৫:৩৭

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ١٣ وَّإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ١٤ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ١٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ١٦ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ١٧ ثُمَّ مَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ١٨ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ١٩

নিশ্চিত, অনুগত লোকজন থাকবে রকমারি অনুগ্রহের ভেতর,[১৩] আর খারাপ লোকেরা থাকবে দাউ দাউ করা আগুনের ভেতর:[১৪] প্রতিদান দেওয়ার দিন ওরা সেই আগুনে পুড়বে,[১৫] কিছুতেই সেখান থেকে বের হতে পারবে না।[১৬] প্রতিদান দেওয়ার দিনটা কত ভয়াবহ, তা তোমাকে কীসে বোঝাবে?[১৭] আবারও (বলছি) প্রতিদান দেওয়ার দিনটার বিভীষিকা তোমাকে কীসে বোঝাবে?[১৮] সেদিন একজন আরেকজনের কোনও কাজে আসবে না; সেদিন কর্তৃত্ব চলবে কেবল আল্লাহর।[১৯]

সেদিন কর্তৃত্ব চলবে কেবল আল্লাহর

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ ٨٣ — সূরা মুতাফফিফীন ৮৩

সূরা নাযিলের সময়কাল → মক্কা-যুগের শেষ ও মদীনা-যুগের শুরুতে নাযিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ١ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ٢ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ٥ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٦

ধ্বংস তাদের—যারা ঠকায়:[১] যারা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের পাওনা আদায় করার সময় পুরোপুরি বুঝে নেয়,[২] অথচ অন্যের পাওনা মেপে বা ওজন করে দিতে গেলে কম দেয়![৩] এরা কি জানে না—মরার পর এদের আবার জীবিত করা হবে[৪] এক বিভীষিকাময় দিনে,[৫] যেদিন সব মানুষকে মহাবিশ্বের অধিপতির সামনে দাঁড়াতে হবে?[৬]

যারা নিজের স্বার্থ পুরোপুরি বুঝে নেয়, কিন্তু অন্যকে ঠকায় আয়াত ১-৬; তাদের উচিত পরকালকে ভয় করা

অনুবাদে আয়াত নং

كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ٧ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سِجِّيْنٌ ٨ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ٩ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ١٠

না, এভাবে চলতে পারে না; তাদের সাবধান হওয়া উচিত![*] অবাধ্য লোকদের কার্যবিবরণী সিজ্জীন তথা ভীষণ সংকীর্ণ জায়গায় সংরক্ষিত আছে।[৭] সংকীর্ণ জায়গাটি কেমন তা তোমাকে কীসে বোঝাবে?[৮] (তাদের)[‡] কার্যবিবরণী স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে।[৯] যারা আল্লাহর পয়গামকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, সেদিন তাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে।[১০]

অবাধ্যদের আমলনামা ও ফল আয়াত ৭-১৭: ভয়ংকর সংকীর্ণ জায়গায় সংরক্ষিত ও স্পষ্টভাবে লিখিত

বিকল্প অনুবাদ/পাদটীকা → * অথবা "ইসলামের জীবনাদর্শকে" (কাশশাফ)। ‡ (ঝাজ্জাজ, বাগাবি)। অথবা "না, (মৃত্যুর পর কোনও জীবন নেই মর্মে তারা যা ভাবছে) তা সঠিক নয়" (তাবারি)। ‡ (বাগাবি)। তাঁর মতে, ৯ নং আয়াতটি আমলনামার ব্যাখ্যা, সিজ্জীনের নয়। ২০ নং আয়াতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

উৎসগ্রন্থ

কুরআন মাজীদ

মক্কা-যুগের
শুরুতে নাযিল

সূরা ফাতিহা ১

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ ﴿١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

আল্লাহ তাআলার কিছু গুণ

পরম করুণাময়,
বিশেষ দয়ালু আল্লাহর
নামে।[১] প্রশংসা সবই আল্লাহর—
যিনি সকল সৃষ্টির* অধিপতি⁑,[২] পরম
করুণাময়, বিশেষ দয়ালু,[৩] বিচার দিনের
সম্রাট‡।[৪] আমরা কেবল তোমার গোলামি
করি⸸, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই।[৫]
আমাদের সঠিক পথ দেখাও[৬]—তাঁদের পথ,
যাঁদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছ; ওদের পথ
নয়, যারা (তোমার) ক্রোধের শিকার
হয়েছে; ওদের পথও নয়, যারা
ভুল পথে চলছে।[৭]

ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর পাওনা মিলিয়ে পড়ুন ২:২১

সরল পথের পরিচয় মিলিয়ে পড়ুন ৪:৬৯

* [তাবারি (মৃত্যু ৩১০ হি.), ঝাজ্জাজ (মৃত্যু ৩১১ হি.)]। ⁑ মূলে রয়েছে ‘রব’, যার অর্থ—অধিপতি, সম্রাট, অবশ্যমান্য মনিব, দাসত্ব ও আনুগত্যলাভের অধিকারী, সম্রাট (কিতাবুল আইন, তাবারি, মুফরাদাত)। ‡ মিলিয়ে পড়ুন ৪০:১৬। ⸸ অর্থাৎ, ‘আমরা কেবল তোমার বিনম্র আনুগত্য করি’ إِيَّاكَ نُطِيْعُ الطَّاعَةَ الَّتِيْ نَخْضَعُ مَعَهَا (ঝাজ্জাজ); نَخْشَعُ وَنَذِلُّ وَنَسْتَكِيْنُ (তাবারি)। মূলে রয়েছে ইবাদাত শব্দ, যার অর্থ ‘বিনয় ও নম্রতা-সহ আনুগত্য করা/ আত্মসমর্পণ করা’ (তাবারি, ঝাজ্জাজ, জাওহারি, সালাবি, নাহ্‌হাস)।

মদীনা-যুগের শুরুতে নাযিল, তবে ২৭৫–২৮১ আয়াত সর্বশেষে

সূরা বাকারা ২

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

الٓمّٓ ۝١

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ

فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ

يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ

مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْأٰخِرَةِ هُمْ

يُوْقِنُوْنَ ۝٤

মুত্তাকী: পরিচয় ও পুরস্কার আয়াত ১–৫

আলিফ লাম মীম।[১]
এ আসমানি কিতাব—এতে কোনও সন্দেহ নেই—(এটা) এমন লোকদের পথ দেখায়, যারা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বাঁচতে চায়*,[২] যারা অদৃশ্যজগৎকে সত্য বলে মানে⁑, নামাজ কায়েম রাখে, আর আমি তাদের যেসব জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর নির্দেশিত পথে) খরচ করে,[৩] যারা সেসব বিষয়কে সত্য বলে মানে—যা তোমার কাছে নাযিল করা হয়েছে আর যা নাযিল করা হয়েছে তোমার আগে, এবং পরকালের ওপর সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস রাখে[৪]—

* মূলে রয়েছে ‘তাকওয়া’, যার অর্থ ‘আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা ও তাঁর আদিষ্ট বিষয়গুলো মেনে চলা’ (তাবারি)। ⁑ মূল শব্দ ঈমান, যার অর্থ ‘সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া’ (তাবারি, ঝাজ্জাজ), ‘কাজের মাধ্যমে কথার সত্যতার প্রমাণ দেওয়া’ (তাবারি)।

أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٥

তারা নিজেদের রবের-কাছ-থেকে-আসা পথনির্দেশনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তারাই সফল হতে চলেছে।[৫]

কাফির
আয়াত ৬-৭

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٧

যারা আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে*, এদের তুমি সতর্ক করো আর না করো—এদের জন্য দুই-ই সমান: এরা ঈমান আনবে না;[৬] (এদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে) আল্লাহ এদের হৃদয় ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, আর এদের চোখের ওপর পর্দা পড়ে রয়েছে; এদের জন্য আছে মহাশাস্তি।[৭]

কুফরের শাস্তি
মিলিয়ে পড়ুন
৭:১০০–১০১

মুনাফিক: পরিচয় ও নমুনা
আয়াত ৮–২০
ঈমানের মিথ্যা দাবি
মিলিয়ে পড়ুন
৬৩:১–২

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝٨ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝١٠

আর কিছু লোক বলে—'আমরা আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনেছি', বাস্তবে এরা মুমিন নয়,[৮] এরা আল্লাহ ও মুমিনদের সঙ্গে প্রতারণা করছে; অবশ্য এরা নিজেদেরই ধোঁকা দিচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না।[৯] এদের অন্তরে (ভণ্ডামির) রোগ আছে, আর আল্লাহ এদের রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এদের লাগাতার মিথ্যা বলার দরুন তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।[১০]

আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে হলেও শান্তিতে থাকা এদের কাছে শৃঙ্খলা

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝١١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝١٢

যখন এদের বলা হয়, '(আল্লাহর বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করার মাধ্যমে)‡ দুনিয়ায় শৃঙ্খলা নষ্ট করো না', এরা বলে, 'আমরা তো শৃঙ্খলা রক্ষা করছি কেবল!'[১১] মনে রাখবে—এরাই শৃঙ্খলা-নষ্টকারী; কিন্তু এদের এ-অনুভূতিই নেই।[১২]

মুমিনদের চেয়ে এরা নিজেদের অনেক বিচক্ষণ মনে করে

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝١٣

আর যখন এদের বলা হয়, 'লোকজন যেভাবে (এ-পয়গামকে) সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তোমরাও সেভাবে মেনে নাও', এরা বলে, 'আমরা কি বোকাদের মতো মেনে নেব নাকি?' মনে রাখবে—এরাই বোকা, কিন্তু এরা জানে না।[১৩]

মুমিনদের সামনে ঈমান আর কাফিরদের সামনে কুফরের ঘোষণা মিলিয়ে পড়ুন ৬৩:৩

আল্লাহ তাদের ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন মিলিয়ে পড়ুন ৩:১৭৮

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝١٤ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝١٥

ঈমান-আনা-লোকদের সঙ্গে দেখা হলে এরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি', আর এদের শয়তান প্রকৃতির লোকদের‡ সঙ্গে নির্জনে দেখা হলে বলে, 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই আছি, (ওদের সঙ্গে) একটু তামাশা করছি কেবল!'[১৪] আল্লাহ এদের তামাশার বদলা দেবেন—এদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জগতে আরও কিছুদিন উন্মত্তের মতো বিচরণ করার সুযোগ দেবেন।[১৫]

* মূলে রয়েছে কুফর, যার অর্থ 'অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা' (কিতাবুল আইন); 'অস্বীকার/ প্রত্যাখ্যান করা' (তাবারি ১:২০২); 'মানতে অস্বীকৃতি জানানো' (লিসানুল আরব); 'আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করা' (তাবারি ১:২৯৮); 'অকৃতজ্ঞ হওয়া' (আইন); 'ঢেকে রাখা' (আইন)। এ-আয়াতে কুফর মানে 'প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে অটল থাকা' مَنْ صَمَّمَ عَلَى كُفْرِهِ تَصْمِيمًا لَا يَرْعَوِيْ بَعْدَهُ (কাশশাফ)। ‡ (তাবারি)। ‡ অর্থাৎ যারা চরম অবাধ্য (ঝাজ্জাজ, তাবারি)।

হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহি

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾

এরাই সঠিক পথ বিক্রি করে বিপথগামিতা কিনেছে; ফলে না এদের ব্যাবসায় কোনও লাভ হয়েছে, আর না এরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে।[১৬]

ইসলামের আলো এদের উপকারে আসে না মিলিয়ে পড়ুন ৫৭:১২-১৩

কারণ মিলিয়ে পড়ুন ৭:১৭৯

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

এদের উদাহরণ হলো—যেন কিছু লোক* আগুন জ্বালাল, এরপর যখন তা তাদের চারপাশ আলোকিত করে তুলল, তখন আল্লাহ এদের আলো নিয়ে গিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে তাদের রেখে দিলেন, এখন এরা কিছুই দেখতে পায় না,[১৭]—(এদের কান আছে, কিন্তু) শোনে না, (হৃদয় আছে, কিন্তু) অনুধাবন করে না‡, (চোখ আছে, কিন্তু) দেখে না—ফলে (সঠিক পথে) ফিরতেও পারছে না।[১৮]

এরা ইসলামের কঠিন বিধানের কথা শুনলে ভীষণ আঁতকে ওঠে মিলিয়ে পড়ুন ৬৩:৪

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِىْٓ أٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

অথবা (এদের উদাহরণ হলো:) ঠিক যেন আকাশ-থেকে-নেমে-আসা প্রচণ্ড বৃষ্টি, সঙ্গে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক, মৃত্যুভয়ে তটস্থ হয়ে বিকট বজ্রধ্বনি থেকে বাঁচার জন্য এরা নিজেদের কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছে—আল্লাহ তাঁর পয়গাম-প্রত্যাখ্যানকারীদের ঘিরে রেখেছেন[১৯]—বিদ্যুৎচমক যেন এদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেবে প্রায়, সেটি এদের আলো দিলে ওই আলোতে এরা পথ চলে, আর এদের চারপাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলে এরা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ চাইলে এদের শ্রবণ- ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিতে পারতেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[২০]

ইবাদাত শুধু আল্লাহর পাওনা
আয়াত ২১–২২

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের গোলামি করো‡, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের সৃষ্টি করেছেন—যাতে তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারো[২১]—যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী§ ও আকাশকে ছাদ বানিয়ে দিয়েছেন, আর তোমাদের জীবিকার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে রকমারি ফলমূল উৎপন্ন করেছেন। সুতরাং, জেনেবুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ো না।[২২]

কুরআনের প্রকৃতি
আয়াত ২৩–২৪
আল্লাহর নাযিল করা, মানুষের বানানো নয়, সন্দেহ হলে চ্যালেঞ্জ মিলিয়ে পড়ুন ১০:৩৮, ১১:১৩, ১৭:৮৮

وَإِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

আমি আমার গোলাম (মুহাম্মাদ ﷺ)-এর ওপর ধীরে ধীরে যা নাযিল করেছি, সে-ব্যাপারে তোমাদের কোনও সন্দেহ থাকলে এ-ধরনের একটা সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আসো, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যেসব সহযোগী আছে তাদের সহযোগিতা চাও, যদি তোমাদের দাবি সত্য হয়ে থাকে।[২৩]

* (বাগাবি)। ‡ অথবা "বোবা" (ঝাজ্জাজ)। ‡ অর্থাৎ তাঁর (বিধিনিষেধের) আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সামনে নতি স্বীকার ও আত্মসমর্পণ করো (তাবারি)। § (ঝাজ্জাজ)। অথবা "বিছানা"।

কিসাস বা সমান-শাস্তি-নীতি
আয়াত ১৭৮-১৭৯

ফৌজদারী অপরাধে সমান শাস্তি বা রক্তমূল্য বা ক্ষমা মিলিয়ে
পড়ুন ৫:৪৫; ১৭:৩৩

সমান শাস্তি নীতির নেপথ্য প্রজ্ঞা

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يّٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

যারা আল্লাহর পয়গামকে সত্য বলে মেনে নিয়েছ, হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে কিসাস (বা সমান-শাস্তি-নীতি) তোমাদের ওপর ফরজ করা হলো: স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ, দাসের বদলে দাস, আর নারীর বদলে নারী। যাকে তার ভাই কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তার উচিত আল্লাহর নির্দেশনামতো* তা অনুসরণ করা এবং (বাকিটুকু) তাকে উত্তমভাবে আদায় করে দেওয়া। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজ বিধান ও দয়াস্বরূপ; এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।[১৭৮] ও বুদ্ধিমান লোকেরা, সমান-শাস্তি-নীতিতে তোমাদের প্রাণ নিহিত রাখা হলো, যাতে তোমরা (অপরাধ ও শাস্তি থেকে)* নিজেদের বাঁচাতে পারো।[১৭৯]

অসিয়ত আয়াত
১৮০-১৮২

মৃত্যুর সময় অসিয়তের বাধ্যবাধকতা
উত্তরাধিকারের বিস্তারিত বিধানের জন্য মিলিয়ে
পড়ুন ৪:১১-১৪

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۨ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَإِنَّمَآ إِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

তোমাদের কারও মৃত্যু ঘনিয়ে আসার সময় সে যদি কোনও সম্পদ রেখে যায়, তা হলে পিতামাতা ও নিকট-আত্মীয়দের জন্য আল্লাহর অনুমোদন অনুযায়ী* অসিয়ত করে যাওয়া তোমাদের ওপর ফরজ করা হলো; এটা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক, যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে চায়।[১৮০] এটা শোনার পর যে তা বদলে ফেলে, এর গোনাহ তাদের ওপর বর্তাবে যারা তা বদলে ফেলে; আল্লাহ সব শোনেন, জানেন।[১৮১] যে এ-মর্মে আশঙ্কা বোধ করে যে—কোনও অসিয়তকারী (অসিয়ত করার ক্ষেত্রে) অন্যায় বা গোনাহের কাজ করছে, তখন সে যদি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তা হলে তার কোনও গোনাহ হবে না; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[১৮২]

রোযা আয়াত
১৮৩-১৮৭
রোযা ফরজ

উদ্দেশ্য

কিছু ব্যতিক্রম

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۚ وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

যারা আল্লাহর পয়গামকে সত্য বলে মেনে নিয়েছ, তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের আগের লোকদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারো।[১৮৩] অল্প কিছু দিন (রোযা রাখতে হবে)। সে-সময় তোমাদের কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে, সে গণনা করে অন্য দিনগুলোতে তা আদায় করে নেবে। রোযা রাখতে গেলে যাদের সব শক্তি নিঃশেষ হওয়ার আশঙ্কা আছে,‡ তারা (রোযা না রাখার) বিনিময়ে একজন অভাবীকে খাবার দেবে। তবে যে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করে, তা তার জন্য ভালো। রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা (এর মহত্ত্ব) জানতে![১৮৪]

* (তাবারি)। ‡ (তাবারি)। ‡ الَّذِيْنَ يَتَجَشَّمُوْنَهٗ وَلَا يُطِيْقُوْنَهٗ يَعْنِيْ إِلَّا بِالْجَهْدِ (ইবনু কুতাইবা, তা'বীলু মুশকিলিল কুরআন, মুআস্‌সাসা রিসালা, পৃ. ৩৯৬)। ‡ مَنْ يَتْعَبُهُ الصَّوْمُ وَيَجْهَدُهُ ... أَيْ يَصُوْمُوْنَهٗ جَهْدَهُمْ وَطَاقَتَهُمْ (বায়হাবি)।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ أُنْزِلَ فِيْهِ
الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ
مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا
هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ١٨٥

রমাদানের মহত্ত্ব কুরআনের জন্য

কুরআনের বৈশিষ্ট্য

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মাধ্যম: আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা

রমাদান (সেই) মাস, যে-মাসে মানবজাতিকে পথ দেখানোর জন্য কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যেখানে রয়েছে সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার মানদণ্ড। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ-মাসে (সফরে না গিয়ে) নিজ এলাকায় থাকে,* সে যেন তাতে রোযা রাখে; আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, সে গণনা করে অন্য দিনগুলোতে তা আদায় করে নেবে; আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না। তোমাদের উচিত গণনা পূর্ণ করা এবং আল্লাহ যে তোমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন সে-জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা—যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।[১৮৫]

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ
أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ
فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُوْنَ ١٨٦

বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া

আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমার কাছে জানতে চায়, তখন (তাদের জানিয়ে দিয়ো) আমি কাছেই আছি: দুআকারী যখন আমাকে ডাকে, তখন তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারা যেন আমার (কাছে আত্মসমর্পণ করার) ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।[১৮৬]

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى
نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ
وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا
وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ
وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي
الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيَاتِهٖ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ١٨٧

রোযার রাতে দাম্পত্য সম্পর্ক

সাহরির শেষ সময়

রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রাখা তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো; তারা তোমাদের পোশাক, আর তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানেন—তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে, তাই তিনি তোমাদের অনুশোচনা কবুল করে তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। এখন থেকে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশা করো, আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা ফায়সালা করেছেন তা তালাশ করো। পানাহার করো, যতক্ষণ-না (রাতের) কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠছে; তারপর রাত পর্যন্ত রোযা পুরা করো। আর মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশা করো না। এগুলো আল্লাহর বেঁধে-দেওয়া সীমারেখা, সুতরাং এসবের ধারেকাছেও যেয়ো না। মানবজাতির জন্য আল্লাহ এভাবেই তাঁর পয়গাম স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছেন, যাতে তারা আল্লাহর অবাধ্যতার পথ এড়িয়ে চলতে পারে।[১৮৭]

* مُقِيْمًا لَيْسَ بِمُسَافِرٍ (ফাররা); مَا شَهِدَ مِنْهُ مُقِيْمًا (তাবারি); مَنْ كَانَ شَاهِدًا غَيْرَ مُسَافِرٍ (ঝাজ্জাজ, বাগাবি, যামাখশারি)।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۭ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

রাসূলদের মর্যাদায় তফাৎ

সেসব বার্তাবাহকদের একদলকে অপরদলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; তাদের মধ্যে কারও সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কারও কারও মর্যাদা বহু স্তরে উন্নীত করেছেন। আমি মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে অকাট্য প্রমাণাদি দিয়েছি, আর তাকে 'পবিত্র আত্মা'র মাধ্যমে শক্তি জুগিয়েছি। আল্লাহ যদি (সঠিক পথে চলতে বাধ্য করতে) চাইতেন, তা হলে তাদের পরবর্তী লোকদের কাছে অকাট্য প্রমাণাদি আসার পরও তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো না; কিন্তু তারা (আল্লাহর পয়গামের ব্যাপারে) ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরেছে: তাদের কেউ কেউ আল্লাহর পয়গামকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, আবার কেউ কেউ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ চাইলে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হত না; তবে আল্লাহ যা চান, তা-ই করেন।[২৫৩]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۭ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

কঠিন দিন আসার আগে দান করার নির্দেশ

যারা আল্লাহর পয়গামকে সত্য বলে মেনে নিয়েছ, আমি তোমাদের যেসব জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে সেদিন আসার আগেই (আমার নির্দেশিত পথে) খরচ করো—যেদিন না থাকবে কোনও বেচাকেনা, না কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আর না কোনও সুপারিশ। আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যানকারীরাই আসল অন্যায়কারী।[২৫৪]

আয়াতুল কুরসি
আয়াত ২৫৫

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

আল্লাহ তাআলার পরিচয়

আল্লাহ। তিনি ছাড়া আনুগত্য ও দাসত্ব-লাভের অধিকারী কেউ* নেই; চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী; ঝিমুনি-ঘুম কোনোকিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না; মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে, সব তাঁর মালিকানাধীন; এমন কে আছে—যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ পেশ করবে? তিনি তাদের সামনের-পেছনের সবকিছু জানেন, আর তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, তিনি যেটুকু চান সেটুকু বাদে; তাঁর জ্ঞান* মহাকাশ ও পৃথিবী বেষ্টন করে রেখেছে, উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য কঠিন কিছু নয়; তিনি সমুন্নত, মহান।[২৫৫]

আল্লাহ ও তাগূত
আয়াত ২৫৬–২৫৭

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۣ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۤ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

আল্লাহর ওপর ঈমানের জন্য তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করা জরুরি

তাঁর-দেওয়া জীবনাদর্শ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনও জবরদস্তি নেই; কোনটি সঠিক পথ আর কোনটি ভুল পথ—তা ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যে-ব্যক্তি খোদাদ্রোহীর‡ কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহকে (একমাত্র ইলাহ) মানে,⁋ সে মূলত মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা কখনও ছিঁড়বে না। আল্লাহ সব শোনেন, জানেন।[২৫৬]

* মূলে রয়েছে 'ইলাহ', যার অর্থ আনুগত্য ও দাসত্বলাভের অধিকারী' (اَلَّذِيْ يَسْتَحِقُّ الطَّاعَةَ وَيَسْتَوْجِبُ الْعِبَادَةَ) (তাবারি ১:৮৯৮)। ⁑ (ইবনু আব্বাসের বরাতে তাবারি)। মিলিয়ে পড়ুন ৪০:৭। অথবা 'তাঁর আরশ/ আসন' (তাবারি, হাসানের বরাতে বাগাবি)। ‡ মূলে রয়েছে 'তাগূত', যার অর্থ 'যে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অন্যদের দাসত্ব লাভ করছে' (كُلُّ ذِيْ طُغْيَانٍ عَلَى اللّٰهِ فَعُبِدَ مِنْ دُوْنِهٖ) (তাবারি); অথবা 'আল্লাহর গোলামির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়' (বায়যাবি)। ⁋ (তাবারি)।

سُوْرَةُ أٰلِ عِمْرَانَ ٣

সূরা আলে ইমরান ৩

৩য় হিজরিতে মদীনায় নাযিল, কিছু অংশ ১০ম হিজরিতে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

الٓمّٓ ﴿١﴾ اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأٰيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾

কুরআন মাজীদের পরিচয় আয়াত ১-৭

আসমানি কিতাবের অবিকৃত অংশকে কুরআন সত্যায়ন করে

আলিফ লাম মীম।[১] আল্লাহ; তিনি ছাড়া আর কোনও ইলাহ নেই, চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।[২] তিনি যথাযথ উদ্দেশ্য নিয়ে এ কিতাব তোমার কাছে ধীরে ধীরে নাযিল করেছেন, যা এর সামনে-থাকা (আগের আসমানি কিতাবের অবিকৃত) শিক্ষাকে সত্য বলে ঘোষণা করে। আর তিনি তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছিলেন[৩] ইতঃপূর্বে, যেখানে ছিল মানবজাতির জন্য দিকনির্দেশনা, আর (এখন) নাযিল করেছেন ‘ভুল-সঠিক নির্ধারণের মানদণ্ড’ (কুরআন)। যারা আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ অজেয় ক্ষমতার অধিকারী, প্রতিশোধ-গ্রহণে সক্ষম।[৪]

ভুল-সঠিক নির্ধারণের মানদণ্ড কুরআন

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦﴾

আল্লাহর কাছে কোনোকিছুই গোপন নেই

মহাকাশ ও পৃথিবীর কোনোকিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই।[৫] তিনি যেভাবে চান, মায়ের গর্ভে সেভাবে তোমাদের আকৃতি দেন। তিনি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই, পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।[৬]

هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيْلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ ۗ وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ أٰمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

কুরআনের আয়াতের তাৎপর্য দুধরনের: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট

তিনিই তোমার কাছে এ-কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াতের তাৎপর্য ও শিক্ষা একেবারে স্পষ্ট—এগুলোই কিতাবের মূল—আর কিছু আয়াত আছে এমন, যার চূড়ান্ত তাৎপর্য পুরোপুরি স্পষ্ট করা হয়নি*। যাদের অন্তরে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ইচ্ছা আছে, তারা এর অস্পষ্ট-তাৎপর্যের অংশগুলোর পেছনে পড়ে থেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে ও এর চূড়ান্ত তাৎপর্য বের করতে চায়; অথচ এর চূড়ান্ত তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না; আর গভীর জ্ঞানের অধিকারীরা বলে, ‘আমরা এগুলো সত্য বলে মেনে নিয়েছি, সবগুলোই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে।’ বিচক্ষণরাই কেবল (এসব বিষয়) মনে রাখে।[৭]

অস্পষ্ট তাৎপর্যের আয়াতগুলোর চূড়ান্ত তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ জানেন

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

মুমিনের দুআ আয়াত ৮-৯

হিদায়াতের ওপর অটল থাকার জন্য

আমাদের রব, তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরগুলোকে সঠিক পথ থেকে সরে যেতে দিয়ো না। তোমার কাছ থেকে আমাদের কিছু অনুগ্রহ দাও, তুমিই তো মহান দাতা।[৮]

* مُحْتَمِلَاتٌ لَا يَتَّضِحُ مَقْصُوْدُهَا (বায়যাবি)।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

আল্লাহই সবকিছুর শেষ ঠিকানা

মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহর, আর আল্লাহর কাছেই সবকিছু ফিরিয়ে নেওয়া হবে।[১০৯]

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ إِلَّآ أَذًى ۖ وَإِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾ لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولٰٓئِكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তিনটি শর্ত: ভালো কাজের আদেশ, খারাপ কাজে বাধা, আর আল্লাহর ওপর ঈমান
মিলিয়ে পড়ুন ৩:১০৪

তোমরা সর্বোত্তম জাতি, যাদের আনা হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য, তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে, খারাপ কাজে বাধা দেবে, আর আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবে। আগের আসমানি কিতাবের অনুসারীরা যদি ঈমান আনত, তা হলে সেটি হতো তাদের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর, তাদের মধ্যে কিছু আছে ঈমান আনার মতো, তবে বেশিরভাগই অবাধ্যতার পথে চলতে আগ্রহী।[১১০]

ইহুদিদের ভীরুতা ও লাঞ্ছনা
মিলিয়ে পড়ুন ৫৯:১৩-১৪

এরা উৎপাত করা ছাড়া তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে এরা পিঠ দেখিয়ে পালাবে, তারপর এরা কোনও ধরনের সাহায্যও পাবে না।[১১১] এরা যেখানেই থাকুক, এদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনও নিরাপত্তা অথবা মানুষের কাছ থেকে কোনও নিরাপত্তা পেলে সেটি ভিন্ন কথা; এরা আল্লাহর ক্রোধ নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে, আর এদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অভাববোধ।

তাদের লাঞ্ছনার কারণ

এর কারণ, এরা আল্লাহর পয়গামের সঙ্গে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে গিয়েছে আর অন্যায়ভাবে নবিদের হত্যা করেছে; (আরেকটি) কারণ, এরা অবাধ্যতার জীবন বেছে নিয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে।[১১২]

অবশ্য ওরা সবাই একরকম নয়

অবশ্য এরা সবাই সমান নয়: আগের আসমানি কিতাবের অনুসারীদের একটি দল সত্যপথের অনুসারী, তারা সারারাত আল্লাহর পয়গাম পাঠ করে আর সাজদাবনত থাকে,[১১৩]

ভালো লোকদের বৈশিষ্ট্য
মিলিয়ে পড়ুন ৩:১৯৯

আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, ভালো কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজে বাধা দেয়, আর ভালো কাজের দিকে দৌড়ে যায়; এরা ভালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত।[১১৪] তাদের-করা কোনও ভালো কাজ কখনও নাকচ করা হবে না; কারণ, কারা আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলে, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।[১১৫]

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ
اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ
كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوْا
ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ
الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢٠﴾
وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ
وَإِنَّهٗ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلٰٓى
أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ
إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾

কোন কোন খাবার হারাম, আল্লাহ তা বিস্তারিত বলে দিয়েছেন

হালাল-হারামের ব্যাপারে শয়তানের দোসরদের কথা মেনে নেওয়া শির্ক

তোমাদের কী হলো! তোমরা আল্লাহর-নাম-নিয়ে-জবাই-করা প্রাণী খাও না! অথচ একান্ত নিরুপায় না হলে তোমাদের জন্য কী কী হারাম, তা তিনি বিস্তারিতভাবে তোমাদের বলে দিয়েছেন। তারপরও অনেকে জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়ালখুশির ভিত্তিতে মানুষকে ভুল পথে চালাচ্ছে। কারা সীমালঙ্ঘন করছে, তোমার রব তা ভালোভাবে জানেন।[১১৯] তোমরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব গোনাহ ছাড়ো। যারা গোনাহের কাজ করছে, অচিরেই তাদের কর্মকাণ্ডের বদলা দেওয়া হবে।[১২০] যে-প্রাণী জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা খেয়ো না, এটা (দ্বীন ও সঠিক পথ থেকে) বিচ্যুত হওয়ার* শামিল। (কোনটা হারাম আর কোনটা হালাল, সে-বিষয়ে) তোমাদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য শয়তানরা তাদের বন্ধুদের গোপন পরামর্শ দেয়; তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তা হলে তোমরা নিশ্চিত শির্কে-লিপ্ত⁑ বলে গণ্য হবে।[১২১]

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ
نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ
فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذٰلِكَ
زُيِّنَ لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٢﴾
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ
مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُوْنَ
إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا
جَآءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى
مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ رُسُلُ اللهِ ۘ اَللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ
يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ۗ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا
صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

ওহির জ্ঞান থাকা ও না-থাকার উদাহরণ

প্রত্যেক জনপদে প্রভাবশালী ও বিলাসী লোকেরা যেভাবে অপরাধী হয়ে ওঠে মিলিয়ে পড়ুন ১৭:১৬

প্রভাবশালী লোকদের উদ্ভট দাবি ও কুরআনের জবাব

অপরাধীদের পরিণতি

একলোক হলো মৃত, তারপর আমি তার ভেতর প্রাণসঞ্চার করেছি, আর তাকে আলো দিয়েছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে—তার উদাহরণ কি ওই ব্যক্তির মতো, যে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছে এবং সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এভাবেই কাফিরদের সামনে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে।[১২২] আর (মক্কার প্রভাবশালী লোকেরা যেভাবে চক্রান্ত করছে,)⁂ সেভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে প্রভাবশালী লোকদের অপরাধী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছি, যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করতে পারে; তাদের চক্রান্ত মূলত তাদের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারছে না।[১২৩] তাদের কাছে কোনও বার্তা এলে, তারা বলে "আমরা কিছুতেই একে সত্য বলে মানবো না, যতক্ষণ-না রাসূলদের যা দেওয়া হয়েছে তার অনুরূপ আমাদেরও দেওয়া হয়!" আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব কাকে দিতে হবে, তা তিনি ভালো জানেন। যারা অপরাধের পথ ধরেছে তারা (দুনিয়ায় প্রভাবশালী হলেও) অচিরেই আল্লাহর কাছে অপদস্থ হবে, আর একের পর এক চক্রান্ত করার দরুন পাবে ভয়ংকর শাস্তি।[১২৪]

* اَلْخُرُوْجُ عَنِ الْحَقِّ وَالدِّيْنِ (ঝাজ্জাজ); مَعْصِيَةُ كُفْرٍ (তাবারি)। ⁑ 'এতে এ-মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন সেটা যে-ব্যক্তি বৈধ ঘোষণা করে, অথবা আল্লাহ যা বৈধ করেছেন সেটা যে-ব্যক্তি অবৈধ ঘোষণা করে—সে শির্কে-লিপ্ত (فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَلَّ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ اللهُ أَوْ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ (ঝাজ্জাজের বরাতে বাগাবি))। ⁂ (যামাখশারি)।

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتّٰٓى إِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ أُخْرٰهُمْ لِأُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّوْنَا فَأٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُوْلٰهُمْ لِأُخْرٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾

জাহান্নামীদের পরস্পরের অভিশাপ

আল্লাহ বলবেন, "তোমাদের আগে যেসব জিন ও মানুষ গত হয়েছে, জাহান্নামে তাদের দলে ঢোকো।" একদল ঢুকে তার সমমনা দলকে অভিশাপ দেবে, এভাবে একপর্যায়ে তারা সবাই তাতে সমবেত হবে। তাদের শেষ দলটি প্রথম দলের ব্যাপারে বলবে, "আমাদের রব, এরা আমাদের বিপথগামী করেছে। তাই জাহান্নামে এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন।" আল্লাহ বলবেন "প্রত্যেকেই দ্বিগুণ পাবে, কিন্তু তোমরা তা জানো না।"[৩৮] আর প্রথম দলটি শেষ দলের উদ্দেশে বলবে "তা হলে তো তোমরা কোনও অংশে আমাদের চেয়ে ভালো ছিলে না! সুতরাং তোমরা যা করেছ, তার জন্য শাস্তির স্বাদ ভোগ করো।"[৩৯]

প্রথম দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ: তারা অন্যদের পথভ্রষ্ট করেছে

প্রথম দলের জবাব: ওরাও ভালো মানুষ ছিল না

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِأٰيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যানকারী জান্নাতে যাবে না

যারা আমার বার্তাগুলোকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে আর অহংকার দেখিয়ে এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দরজাগুলো খোলা হবে না, আর সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট* ঢোকার আগ-পর্যন্ত তারা জান্নাতে যাবে না;* আমি অপরাধীদের এভাবেই প্রতিদান দেবো।[৪০] তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের বিছানা, তাদের ওপরের দিকে থাকবে (জাহান্নামের) অনেকগুলো আবরণ; আমি এভাবেই জালিমদের প্রতিদান দেবো।[৪১]

তাদের জন্য থাকবে আগুনের বিছানা ও আবরণ

وَالَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُوْدُوْٓا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

আল্লাহর পয়গাম মেনে চলার পুরস্কার
আয়াত ৪২–৪৫

আর যারা ঈমান এনে ভালো কাজগুলো করে—আমি কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিই না—তারা হবে জান্নাতী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে,[৪২] আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেবো, তাদের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝরনাধারা। তারা বলবে "প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি আমাদের এ-পথে চালিয়েছেন, আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতাম না, আমাদের রবের রাসূলগণ আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলেন।" তাদের ডেকে বলা হবে "এই সেই জান্নাত! তোমাদের কাজের বিনিময়ে এটি তোমাদের দেওয়া হলো।"[৪৩]

জান্নাতীদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ

কৃতজ্ঞতার প্রকাশ

* অথবা "মোটা পাকানো রশি" (বায়যাবি)। ‡ অর্থাৎ, সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে যেমন কখনও উট ঢুকবে না, তেমনই আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যানকারীরাও কখনও জান্নাতে যাবে না (لَا يَدْخُلُ هٰؤُلَاءِ ... الْجَنَّةَ أَبَدًا كَمَا لَا يَلِجُ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ أَبَدًا) (তাবারি, ঝাজ্জাজ)।

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের আলাপ

وَنَادٰٓى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّهُمْ بِالْأٰخِرَةِ كَافِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ডেকে বলবে "আমাদের রব আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, আমরা তা সত্য পেয়েছি; তোমাদের রব তোমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ?" তারা বলবে "হ্যাঁ"। তখন তাদের মধ্যে এক ঘোষক ঘোষণা দেবে—আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হোক সেসব জালিম[৪৪]—যারা আল্লাহর পথে আসতে বাধা দিয়েছে, এ-পথকে আঁকাবাঁকা ও জটিল দেখানোর চেষ্টা করেছে, আর আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে।"[৪৫]

যারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকবে

আ'রাফবাসী বা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে কিছু লোক আয়াত ৪৬–৪৯

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَنَادٰٓى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوْا مَآ أَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ أَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ۚ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

(জান্নাতী ও জাহান্নামী) উভয় দলের মাঝখানে একটা পর্দা থাকবে। আর আ'রাফে থাকবে কিছু লোক, যারা প্রত্যেককে বিশেষ চিহ্ন দেখে চিনতে পারবে, তারা তখনও জান্নাতে ঢুকবে না, কিন্তু ঢোকার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে। এমন সময় তারা জান্নাতীদের ডেকে বলবে "তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!" [৪৬] তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ফেরানো হলে তারা বলে ওঠবে "রব আমাদের, তুমি আমাদের জালিমদের সঙ্গে একত্র করো না।"[৪৭] আ'রাফবাসীরা বিশেষ চিহ্ন দেখে কিছু (জাহান্নামী) লোককে চিনতে পারবে, তারা তাদের ডেকে বলবে—"তোমাদের দল-পাকিয়ে-চলা ও অহংকারে-মেতে-থাকা তোমাদের কোনও উপকারে আসেনি।[৪৮] এসব (ঈমানদার) লোকের ব্যাপারেই কি তোমরা কসম খেয়ে বলেছিলে—আল্লাহ এদের ওপর কোনও বিশেষ করুণা করতে পারেন না?" (তখন তাদের বলা হবে) "তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো; তোমাদের কোনও ভয় নেই, তোমাদের চিন্তিতও হতে হবে না।"[৪৯]

সংঘবদ্ধ অবস্থা ও অহংকার পরকালে জাহান্নামীদের কোনও উপকারে আসবে না

জাহান্নামীদের অবস্থা আয়াত ৫০–৫১

وَنَادٰٓى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ۚ قَالُوْٓا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوْا بِأٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

জাহান্নামীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে "আমাদের একটু পানি—অথবা আল্লাহ তোমাদের যেসব জীবিকা দিয়েছেন সেখান থেকে কিছু—দাও।" তারা বলবে "আল্লাহ দুটিই কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন[৫০]—যারা সাময়িক আনন্দ ও খেলতামাশাকে নিজেদের জীবনাদর্শ বানিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল।" আজ আমি তাদের ভুলে থাকব, যেভাবে তাদের আজকের সাক্ষাৎকে তারা ভুলে গিয়েছিল এবং আমার বার্তাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।[৫১]

খাবার ও পানির জন্য জান্নাতীদের কাছে জাহান্নামীদের আকুতি

وَاذْكُرُوْٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ
وَّبَوَّأَكُمْ فِى الْأَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا
قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۖ فَاذْكُرُوْٓا
أٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ
﴿٧٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ أٰمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُوْنَ
أَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْٓا إِنَّا بِمَآ
أُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا
إِنَّا بِالَّذِىْٓ أٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا
النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ
ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ
﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ
جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ
وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ

স্মরণ করো—আদ জাতির পর দুনিয়ায় তিনি তোমাদের স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর সমতল জায়গায় প্রাসাদ আর পাহাড় খোদাই করে ঘরবাড়ি বানাচ্ছ। আল্লাহর অনুগ্রহগুলোর কথা স্মরণ করো, আর দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করো না।"[৭৪]

নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রশ্ন

তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকজন—যারা আল্লাহর আনুগত্য করতে অহংকার করেছিল*—তারা তাদের অসহায় ঈমানদারদের বলল "তোমাদের জ্ঞান কি এটাই বলে—সালিহকে তার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে?"

ঈমানদারদের স্পষ্ট জবাব

তারা বলল "তাকে যেসব বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা সেগুলো সত্য মনে করি।"[৭৫]

অহংকারী লোকদের বেয়াদবি, উষ্ট্রী-হত্যা ও ধৃষ্টতামূলক দাবি

যারা আল্লাহর আনুগত্য করতে অহংকার করেছিল, তারা বলল "তোমরা যেগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করো, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।"[৭৬] এরপর তারা উষ্ট্রীটির পেছনের পা কেটে খোঁড়া করে দেয়, আর তাদের রবের নির্দেশ লঙ্ঘন করে তারা বলে "সালিহ, তুমি যদি (আল্লাহর) বার্তাবাহকদের একজন হয়ে থাকো, তা হলে আমাদের যেসব ভয় দেখাও সেগুলো আমাদের কাছে নিয়ে আসো!"[৭৭]

ফলাফল: এক ভীষণ ভূমিকম্প

এরপর এক ভীষণ ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করে, যার ফলে তারা নিজেদের ঘরে মরে পড়ে থাকে।[৭৮]

সালিহ ﷺ-এর মন্তব্য

তারপর সালিহ তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে বলল "ও আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলাম, আন্তরিকভাবে তোমাদের উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু যারা আন্তরিকভাবে উপদেশ দেয় তাদের তোমরা পছন্দ করো না।"[৭৯]

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَتَأْتُوْنَ الْفٰحِشَةَ
مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ
﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ
النِّسَآءِ ؕ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

লূত ﷺ আয়াত ৮১–৮৪
সমকামিতার বিরুদ্ধে লূত ﷺ-এর ভাষণ

আর (স্মরণ করো) লূতের কথা: যখন সে তার জাতির উদ্দেশে বলল "তোমরা কি এমন অশালীন কাজ করছো, যা তোমাদের আগে জগতের আর কেউ করেনি?[৮০] তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের ওপর কামবাসনা চরিতার্থ করছো! বাস্তবে তোমরা হলে চরম সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"[৮১]

* تَكَبَّرَ وَتَعَظَّمَ عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ (তাবারি ১:৩৬০, ২:৩৪, ৫:২৭৮)।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا أَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهٗٓ إِلَّا امْرَأَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾

বিকৃতরুচির লোকদের একটাই জবাব

অপকর্মের পরিণতি

তার জাতির লোকদের জবাব ছিল একটাই: তারা বলল "তোমাদের এলাকা থেকে এদের বের করে দাও; এরা খুব পবিত্র থাকতে চায়!"[৮২] এরপর আমি তাকে ও তার পরিবারকে বাঁচিয়ে দিই, তবে ব্যতিক্রম ছিল তার স্ত্রী—সে পেছনে-থাকা লোকদের সঙ্গে রয়ে গেল।[৮৩] তাদের ওপর বর্ষণ করেছিলাম (উত্তপ্ত শিলাখণ্ডের) এক ভয়ংকর বর্ষণ। এখন দেখো—অপরাধীদের কেমন পরিণতি হয়েছে।[৮৪]

وَإِلٰى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ أٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ أٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ أُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

শুআইব ﷺ
আয়াত ৮৫–৯৩

শুআইব ﷺ-এর ভাষণ

পরিমাপ ও ওজন ঠিক রাখা ও মানুষের সম্পদহানি না করার নির্দেশ

আল্লাহর দ্বীনের সামনে বাধা সৃষ্টি না করার নির্দেশ

আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ

আল্লাহ সর্বোত্তম ফায়সালাকারী

মাদ্‌ইয়ানে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শুআইবকে। সে বলল "ও আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর গোলামি করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনও ইলাহ নেই। তোমাদের রবের কাছ থেকে অকাট্য প্রমাণ তোমাদের কাছে চলে এসেছে। সুতরাং পরিমাপ ও ওজন ঠিকঠাকমতো দাও, মানুষের সম্পদহানি করো না, দুনিয়ায় শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার পর আবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। মুমিন হয়ে থাকলে, তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।[৮৫] যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তাদের ভয়ভীতি দেখিয়ে আল্লাহর রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং সেই রাস্তায় বক্রতা খোঁজার চেষ্টা করা—এসব উদ্দেশে প্রত্যেকটি (সত্য)পথে বসে থেকো না। স্মরণ করো—তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প, এরপর তিনিই তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল, তা দেখো।[৮৬] আমাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার ওপর যদি তোমাদের একদল ঈমান আনে, আর আরেকদল ঈমান না আনে—তা হলে একটু ধৈর্য ধরো, যতক্ষণ-না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিচ্ছেন; তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।"[৮৭]

আনুগত্যে দয়া, আর অবাধ্যতায় আবারও শাস্তি

হতে পারে—তোমাদের রব তোমাদের ওপর দয়া করবেন; তবে তোমরা যদি (অপকর্মের) পুনরাবৃত্তি করো, আমিও (শাস্তি) পুনরাবৃত্তি করব, আর চরম অবাধ্য লোকদের জন্য আমি জাহান্নামকে কারাগার বানিয়ে রেখেছি।[৮]

عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ
عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ
حَصِيْرًا ﴿٨﴾

কুরআন পরিচিতি আয়াত ৯–১১

কুরআন ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখায়

নিঃসন্দেহে এ-কুরআন এমন রাস্তা দেখায় যা (মানবজীবনের সবকিছুর জন্য) সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ, আর যেসব মুমিন ভালো কাজ করে যায় এটি তাদের সুসংবাদ দেয় যে—তাদের জন্য আছে বিরাট পুরস্কার।[৯] আর যারা পরকালকে সত্য মনে করে না, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।[১০] মানুষ খারাপ জিনিসের জন্য এমনভাবে দুআ করে, যেন সে ভালো জিনিস চাচ্ছে! মানুষ বড্ড তাড়াহুড়াপ্রবণ।[১১]

মানুষ ভালো মনে করে খারাপ জিনিস চায়!
মিলিয়ে পড়ুন ২:২১৬

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٩﴾ وَّأَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٠﴾ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ
بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾

কিছু বিস্ময়কর নিদর্শন আয়াত ১২–১৭

রাত ও দিনের আবর্তন

আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শনে পরিণত করেছি। তারপর রাতের চিহ্ন মুছে দিয়ে দিনের চিহ্নকে করে দিয়েছি উজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের রবের-পক্ষ-থেকে-দেওয়া অনুগ্রহ খুঁজে নিতে পারো, এবং বছর-গণনা ও হিসাবনিকাশ জানতে পারো। আমি (প্রয়োজনীয়) সবকিছু খুলে খুলে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি।[১২] প্রত্যেক মানুষের ভালোমন্দ তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি, আর কিয়ামাতের দিন তার সামনে বের করে দেবো (তার) আমলনামা—যা সে বিস্তৃত অবস্থায় দেখতে পাবে।[১৩] (তাকে বলা হবে) "পড়ো তোমার আমলনামা, আজ তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট।"[১৪]

তাকদীর ও আমলনামা

হিসাব নেওয়ার জন্য মানুষ নিজেই যথেষ্ট

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ
الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا
فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ
وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا
﴿١٢﴾ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ۖ
وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ
مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾ اِقْرَأْ كِتٰبَكَ ۖ كَفٰى بِنَفْسِكَ
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾

অপরাধের দায় ও শাস্তিনীতি আয়াত ১৫–১৭

একজনের দায় আরেকজন বহন করবে না

যে-ব্যক্তি সঠিক পথে চলে, সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই সঠিক পথে চলে; আর যে ভুল পথে চলে, সে কেবল নিজের ক্ষতি ডেকে আনার জন্যই ভুল পথে চলে; কোনও বোঝা-বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না; আর বার্তাবাহক পাঠানোর আগ-পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দিই না।[১৫] আমি যখন কোনও জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন সেখানকার বিলাসী লোকদের মধ্যে বিপুল প্রাচুর্য দিই*, এরপর তারা সেখানে আমার আনুগত্য-বিরোধী কাজ করতে থাকে; তারপর তাদের ব্যাপারে ফায়সালা অবধারিত হয়ে ওঠে, আর আমি সেটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিই।[১৬] নূহের পর কত জনপদকে (এভাবে) ধ্বংস করে দিয়েছি! বান্দাদের গোনাহগুলো পর্যবেক্ষণ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাখার জন্য তোমার রবই যথেষ্ট।[১৭]

কোনও জনপদ ধ্বংস করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতি

গোনাহের পর্যবেক্ষক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট

مَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ
حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَنْ
نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا
فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا
تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ
مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ
عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

* كَثَّرْنَا (আহমাদ (হাদীস নং ১৫৮৪৫)-এর ভিত্তিতে ঝাজ্জাজ, তাহযীব)। অথবা "বিলাসী লোকদের আদেশ দিই (আমার আনুগত্য করার), তারপর ..." (ঝাজ্জাজ); অথবা "বিলাসী লোকদের কর্তৃত্ব দিই, তারপর ..." (ঝাজ্জাজ)।

দুনিয়া ও আখিরাত
আয়াত ১৮–২১

কেবল দুনিয়া চাওয়ার পরিণতি

পরকালে যাদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হবে

দুনিয়াতে আল্লাহর দয়া ভালো-খারাপ সবার জন্য

তবে, পরকালই শ্রেষ্ঠ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْأٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾ أُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ وَلَلْأٰخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّأَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾

যে-ব্যক্তি (পরকাল বাদ দিয়ে কেবল) দুনিয়া চায়, সে-ক্ষেত্রে আমি যাকে চাই তাকে আমার ইচ্ছামাফিক কিছু এখানেই দ্রুত দিয়ে দিই, তারপর তার জন্য নির্ধারণ করে রাখি জাহান্নাম, যেখানে তাকে জ্বলতে হবে অপদস্থ ও পরিত্যক্ত হয়ে।[১৮] আর যারা পরকাল চায় ও এর জন্য যেভাবে চেষ্টাসাধনা করা দরকার সেভাবে চেষ্টাসাধনা করে এবং ঈমান অটুট রাখে—তারাই হবে সেসব লোক যাদের চেষ্টাসাধনার যথাযথ মূল্যায়ন হবে।[১৯] আমি এদের ও ওদের সবাইকে তোমার রবের দান থেকে সাহায্য করি; তোমার রবের দান (দুনিয়াতে কারও জন্য) সীমাবদ্ধ নয়।[২০] ভেবে দেখো—আমি কীভাবে তাদের একদলকে অপরদলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিই! অবশ্য পদমর্যাদার বিচারে পরকালই শ্রেষ্ঠতর, আর মহত্ত্বের দিক দিয়েও সেটি অধিক শ্রেষ্ঠ।[২১]

পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাপারে নির্দেশনা
আয়াত ২২–৩৯

আল্লাহই একমাত্র ইলাহ

পিতামাতার সঙ্গে করণীয় ও বর্জনীয়

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا أٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾ وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ أُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۚ إِنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ فَإِنَّهٗ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনও ইলাহ নির্ধারণ করবে না, অন্যথায় তোমাকে নিন্দিত অপদস্থ হয়ে বসে থাকতে হবে।[২২] তোমার রব আদেশ দিয়েছেন: তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব করবে না, পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে: তোমার কাছে তাদের কোনও একজন—অথবা দুজনই—যদি বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তখন তাদের উদ্দেশে 'ধুৎ, ধ্যাৎ' (এ-ধরনের বিরক্তিসূচক শব্দ) উচ্চারণ করবে না, তাদের সঙ্গে ধমকের স্বরে কথা বলবে না, বরং তাদের সঙ্গে কথা বলবে কোমলভাবে,[২৩] পরম মমতা নিয়ে তাদের ওপর বিনয়ের ডানা নামিয়ে দেবে, আর বলবে "রব আমার! তাদের ওপর দয়া করো, যেভাবে তারা আমাকে ছোটোবেলায় লালনপালন করেছেন।"[২৪] তোমাদের অন্তরে কী আছে, তোমাদের রব তা সবার চেয়ে ভালো জানেন; তোমরা যদি ভালো কাজ করতে থাকো, তা হলে (মনে রাখবে) তিনি সেসব লোকের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষমাশীল—যারা বেশি বেশি অনুশোচনা করে (দ্বীনের পথে) ফিরে আসে।[২৫]

আল্লাহর ক্ষমা যাদের জন্য প্রযোজ্য

দানের নির্দেশ

আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে সম্পদ খরচ করা যাবে না

অভাবের দরুন দান করতে না পারলে করণীয়

কৃপণতা ও সর্বস্ব দান—উভয়টিই প্রান্তিকতা

وَأٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾

নিকট-আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দেবে, অভাবী ও মুসাফিরকে দান করবে, আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে কোনও অর্থসম্পদ খরচ করবে না*;[২৬] যারা আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে অর্থসম্পদ খরচ করে, তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের ভাই, আর শয়তান হলো তার রবের চরম অবাধ্য।[২৭] (তুমি নিজেই অভাবী হওয়ায়) তোমার রবের কাছ থেকে প্রত্যাশিত করুণার সন্ধানে নামার দরুন তাদের কাছ থেকে তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হলে, তাদের সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলো।[২৮] তোমার হাত বন্ধ করে কাঁধে তুলে রেখো না, আবার পুরোপুরি প্রসারিত করে দিয়ো না, অন্যথায় তোমাকে নিন্দিত চরম নিঃস্ব হয়ে বসে থাকতে হবে।[২৯]

* اَلتَّبْذِيْرُ النَّفَقَةُ فِيْ غَيْرِ طَاعَةِ اللّٰهِ (ঝাজ্জাজ)। অথবা "কোনও অপচয় করবে না" (ঝাজ্জাজ)।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ
عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧٠﴾

আমি আদমসন্তানদের সম্মানিত করেছি, তাদের জলে-স্থলে ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছি, পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছি, আর তাদের দিয়েছি আমার বিপুলসংখ্যক সৃষ্টির ওপর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব।[৭০]

মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِىَ
كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ
وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ
اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ
سَبِيْلًا ﴿٧٢﴾

(সাবধান হও) সেই দিনের ব্যাপারে, যেদিন সব মানুষকে তাদের অনুসৃত রীতিনীতি-সহ* ডাকব। তখন যাদের আমলনামা ডানহাতে দেওয়া হবে, তারা (সানন্দে) নিজেদের আমলনামা পড়বে। খেজুরবিচির ওপর লেগে-থাকা পাতলা আবরণ পরিমাণ জুলুমও তাদের ওপর করা হবে না।[৭১] এ-দুনিয়ায় যে-ব্যক্তি (অন্তরের দিক দিয়ে) অন্ধ, পরকালেও সে হবে অন্ধ ও (মুক্তির পথ থেকে) অনেক বেশি বিচ্যুত।[৭২]

পরকালের চিত্র
আয়াত ৭১–৭২

দুনিয়ায় অনুসৃত রীতিনীতি-সহ ডাকা হবে

কোনও জুলুম করা হবে না

যেমন কর্ম তেমন ফল

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ
اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ
وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَآ اَنْ
ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا
قَلِيْلًا ﴿٧٤﴾ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ
وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا
نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ
مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا ۖ وَاِذًا لَّا
يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ
قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ
لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿٧٧﴾

আমি তোমার কাছে যে ওহি পাঠিয়েছি সেখান থেকে তারা তোমাকে প্রায় বিচ্যুত করে ফেলেছিল: (তারা চেয়েছিল) যাতে তুমি আমার নামে ওহি ছাড়া অন্য কিছু ছড়াও! আর তুমি এ-কাজ করলে তারা তোমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত।[৭৩] আমি তোমাকে অটল না রাখলে, তুমি অবশ্যই তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তে।[৭৪] সে-ক্ষেত্রে আমি তোমাকে বেঁচে থাকতে দ্বিগুণ (শাস্তি) ও মৃত্যুর পর দ্বিগুণ (শাস্তির) মজা বোঝাতাম, আর আমার মোকাবিলায় তোমাকে সাহায্য করার মতো কাউকে খুঁজে পেতে না![৭৫] এ-দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশে, তারা তোমাকে এখানে চরম আতঙ্কগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। আর সে-উদ্দেশ্য হাসিলে তারা সফল হলেও, তোমার পর তারা খুব অল্প সময়ই (দুনিয়ায়) থাকতে পারবে![৭৬] তোমার আগে আমার যেসব বার্তাবাহককে পাঠিয়েছিলাম, তাদের ক্ষেত্রেও একই রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে; আল্লাহর রীতিতে তুমি কোনও পরিবর্তন দেখতে পাবে না।[৭৭]

দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার জন্য কাফিরদের চেষ্টা
আয়াত ৭৩–৭৭

বাঁচার উপায়: আল্লাহর রহমত

ফাঁদে পা দেওয়ার শাস্তি

দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা

অপকর্ম করে অবাধ্যরাও বেশিদিন দুনিয়ায় থাকতে পারে না

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ
الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ
نَافِلَةً لَّكَ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ
صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ
لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া পর্যন্ত নামাজ কায়েম রাখো, আর (কায়েম রাখো) ভোরের কুরআন-পাঠ, কারণ ভোরের কুরআন পাঠ (বিশেষভাবে) পর্যবেক্ষণ করা হয়।[৭৮] আর রাতের বেলা তাহাজ্জুদ আদায় করো—তোমার জন্য সেটা ঐচ্ছিক—তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছে দিতে পারেন।[৭৯] আর বলো "রব আমার! আমাকে সত্যের উদ্দেশে (কোনও জনপদে) প্রবেশ করাও, সত্যের খাতিরে (জনপদ থেকে) বের করো, আর তোমার পক্ষ থেকে একটি রাষ্ট্রশক্তি⁑ আমার সহায়ক বানিয়ে দাও।"[৮০]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, তাহাজ্জুদ, দৃঢ়তা ও রাষ্ট্রশক্তি চাওয়ার নির্দেশনা
আয়াত ৭৮–৮১

আগমন-প্রস্থান সব হতে হবে আল্লাহর জন্য

রাষ্ট্রশক্তি চাওয়ার নির্দেশ

* مَعْنَى بِإِمَامِهِمْ بِدِيْنِهِمْ الَّذِىْ اِئْتَمُّوْا بِهٖ (ঝাজ্জাজ); অথবা "তাদের অনুসৃত ব্যক্তি-সহ" (তাবারি); "তাদের আমলনামা/ আসমানি কিতাব-সহ" (তাবারি, ঝাজ্জাজ)। ⁑ مُلْكًا نَاصِرًا يَنْصُرُنِىْ عَلَى مَنْ نَاوَأَنِىْ وَعِزًّا أُقِيْمُ بِهٖ دِيْنَكَ وَأَدْفَعُ بِهٖ عَنْهُ مَنْ أَرَادَهُ بِسُوْءٍ (তাবারি; হাসান বসরির বরাতে বাগাবি)।

মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾

তুমি বলো "সত্য এসেছে, মিথ্যা দূর হয়ে গিয়েছে, আর মিথ্যা দূর হতে বাধ্য।"[৮১]

কুরআনের বৈশিষ্ট্য আয়াত ৮২-৮৯

উপশম ও করুণা

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

আমি এ-কুরআনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে যা নাযিল করছি, তাতে রয়েছে (মানুষের আত্মিক রোগব্যাধির) উপশম ও মুমিনদের জন্য করুণা; তবে যারা অন্যায়ের পথে চলে, এটি তাদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।[৮২]

মানুষের অকৃতজ্ঞতা

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿٨٣﴾

আমি মানুষের ওপর কোনও করুণা করলে, সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়, আর তাকে কোনও অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে হয়ে পড়ে চরম হতাশ![৮৩]

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

তুমি বলে দাও "প্রত্যেকে তার নিজস্ব পন্থায় কাজ করে, আর কার পথ সবচেয়ে সঠিক তা তোমাদের রব ভালো জানেন।"[৮৪]

কুরআনের ওহির রহস্য

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۖ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾

তারা তোমার কাছে প্রাণসঞ্চারক কুরআন* সম্পর্কে জানতে চায়। তুমি বলে দাও "প্রাণসঞ্চারক কুরআন আমার রবের আদেশের অংশ। আর (এর পুরো প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে) তোমাদের অতি অল্প জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।"[৮৫]

কুরআন আল্লাহ তাআলার বিশেষ করুণা

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿٨٧﴾

তোমার কাছে যে ওহি পাঠিয়েছি, আমি চাইলে সেটা অবশ্যই নিয়ে যেতে পারি; তখন তুমি এমন কাউকে পাবে না—যে-কিনা এ-কাজের দরুন তোমার পক্ষ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।[৮৬] (এমনটা করা হচ্ছে না) কেবল তোমার রবের করুণার দরুন, নিঃসন্দেহে তোমার ওপর তাঁর করুণা বিশাল![৮৭]

কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা রচনা অসম্ভব

অধিকাংশ মানুষের প্রকৃতি

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى أَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبٰٓى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾

তুমি বলো "এ-কুরআনের অনুরূপ রচনা করার জন্য মানুষ ও জিন একত্র হলেও, তারা এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না, তারা পরস্পরকে যতই সাহায্য করুক না কেন!"[৮৮] মানুষের কল্যাণের জন্য আমি এ-কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (আনুগত্য বাদ দিয়ে) অবাধ্যতার পথেই চলতে চায়![৮৯]

কুরআন-প্রত্যাখ্যানকারীর স্বভাব বিশ্লেষণ আয়াত ৯০-১০০

ঈমান আনার জন্য ফোয়ারা, খেজুর ও আঙুরের বাগান, আকাশ ভেঙে টুকরো করে ফেলা এবং আল্লাহ ও ফেরেশতাদের নিয়ে আসার শর্ত

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾

তারা বলে "আমরা কিছুতেই তোমাকে (আল্লাহর বার্তাবাহক) মানবো না, যতক্ষণ-না তুমি আমাদের জন্য জমিন থেকে একটা ফোয়ারা প্রবাহিত করে দেবে,[৯০] অথবা তোমার মালিকানায় খেজুর ও আঙুরের বাগান থাকবে আর তার মাঝখান দিয়ে তুমি অনেকগুলো ঝরনাধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত করবে,[৯১] অথবা তুমি আকাশটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর ফেলে দেবে—যেমনটা (ঘটবে বলে) তুমি দাবি করেছ—অথবা তুমি আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সামনাসামনি হাজির করবে,[৯২]

* تَأْوِيْل تَسْمِيَة الْقُرْآن بِالرُّوْحِ: أَنَّ الْقُرْآن حَيَاة الْقُلُوْب وَحَيَاة النَّفْس (ঝাজ্জাজ, বাগাবি), মিলিয়ে পড়ুন ৪২:৫২; অথবা "আত্মা সম্পর্কে" (বাগাবি); অথবা "জিবরীল ﷺ সম্পর্কে" (ঝাজ্জাজ, বাগাবি); অথবা "ঈসা ﷺ সম্পর্কে" (বাগাবি)।

سُوْرَةُ الْكَهْفِ ١٨

সূরা কাহফ ১৮

মক্কা-যুগের শেষ বছর নাযিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

কুরআন, আল্লাহ ও রাসূল আয়াত ১-৬

কুরআন জটিলতামুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ

এর উদ্দেশ্য: সুসংবাদ দেওয়া ও সতর্ক করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ ﴿١﴾ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ﴿٣﴾ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾

প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি তাঁর গোলামের ওপর এ-কিতাব নাযিল করেছেন—কোনও অসংগতি* না রেখে,[১] ভারসাম্যপূর্ণ করে—যাতে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে এক ভয়ংকর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দেন, যেসব মুমিন ভালো কাজগুলো করতে থাকে তাদের এ-মর্মে সুসংবাদ দেন যে তাদের জন্য আছে সুন্দর প্রতিদান[২] যেখানে তারা চিরকাল থাকবে,[৩] আর যাতে তিনি সেসব লোককে সতর্ক করে দেন যারা বলে 'আল্লাহ সন্তান নিয়েছেন!'[৪] তাঁর (মহত্ত্ব) সম্পর্কে কোনও জ্ঞান না তাদের কাছে আছে, আর না তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ছিল; তাদের মুখ দিয়ে যে-কথা বেরোয়, তা খুবই নিকৃষ্ট; তারা যা বলছে তা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়![৫] তারা এ-বাণীর ওপর ঈমান না আনলে, তুমি তো তাদের পেছনে আফসোস করতে করতে নিজেকে শেষ করে দিতে চলেছ![৬]

আল্লাহর মহত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় কিছু লোক অবমাননাকর কথা বলে

বিপথগামীদের নিয়ে নবি ﷺ-এর দুশ্চিন্তা

দুনিয়ার চাকচিক্যের রহস্য আয়াত ৭-৮

পরীক্ষার উপলক্ষ

অচিরেই এর সৌন্দর্য শেষ হয়ে যাবে মিলিয়ে পড়ুন ১৮:৪৫-৪৬

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

আসলে পৃথিবীর ওপর যা-কিছু আছে সেগুলো সৃষ্টি করেছি একে সুসজ্জিত করার উপকরণ হিসেবে, যাতে তাদের পরীক্ষা করতে পারি—তাদের মধ্যে কার কাজ সবচেয়ে সুন্দর;[৭] এর ওপর যা-কিছু আছে আমি সেগুলোকে (অচিরেই) বৃক্ষহীন প্রান্তরে পরিণত করে দেবো।[৮]

আসহাবে কাহফ ও ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় আয়াত ৯:৩১

গুহায় আশ্রয় নিয়ে যুবকদের দুআ

বহু বছরের জন্য নিঃশব্দ ঘুমের ব্যবস্থা

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾

তুমি কি মনে করেছ—গুহাবাসী ও আসমানি-কিতাবধারী লোকজন বিস্ময়ের দিক দিয়ে আমার বিরাট নিদর্শনগুলোর একটি?[৯] স্মরণ করো সে-সময়ের কথা—যখন যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিয়ে বলল "রব আমাদের! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর করুণা করো আর আমাদের ব্যাপারে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য দাও!"[১০] এরপর গুহার ভেতর অনেক বছরের জন্য তাদের কানের ওপর পর্দা ফেলে (নিঃশব্দ ঘুমের ব্যবস্থা করে) দিই।[১১]

* لَمْ يَجْعَلْ فِيْهِ اِخْتِلَافًا (ঝাজ্জাজ, বাগাবি), মিলিয়ে পড়ুন ৪:৮২।

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٢٣

সূরা মুমিনূন ২৩

মক্কা-যুগের শেষদিকে নাযিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও পুরস্কার
আয়াত ১-১১

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ ۝٤ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ۝٥ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ۝٧ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۝١١

মুমিনদের সফলতা অনিবার্য[১]—**যারা তাদের** নামাজে বিনয়ী,[২] যারা খেল-তামাশা ও যাবতীয় ফালতু কাজ থেকে দূরে থাকে,[৩] যারা আত্মশুদ্ধিতে সক্রিয়*,[৪] যারা নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে[৫]—তাদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের ব্যাপারে ভিন্ন কথা, সে-ক্ষেত্রে তাদের দোষারোপ করা হবে না,[৬] সুতরাং যারা এর বাইরে যেতে চায় তারাই হলো সত্যিকারের সীমালঙ্ঘনকারী[৭]—যারা নিজেদের আমানত ও চুক্তি রক্ষা করে,[৮] আর যারা নিজেদের নামাজগুলো হেফাজত করে।[৯] তারাই হলো উত্তরাধিকারী,[১০] যারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।[১১]

মুমিনের পুরস্কার

আল্লাহর অপার সৃষ্টিক্ষমতা
আয়াত ১২-২২

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۝١٤ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝١٦

আমি মানুষ সৃষ্টি করি কাদামাটির নির্যাস থেকে,[১২] এরপর তাকে পরিণত করি সুরক্ষিত-স্থানে-থাকা একফোঁটা বীর্যে,[১৩] এরপর বীর্যকে বানাই রক্তপিণ্ড, তারপর রক্তপিণ্ডকে বানাই মাংসের দলা, তারপর মাংসের দলাকে বানাই হাড্ডি, তারপর হাড্ডির ওপর দিই মাংসের আবরণ, তার পর সেটাকে বানিয়ে দিই এক ভিন্ন সৃষ্টি! সর্বোত্তম কারিগর আল্লাহ মহিমাময়![১৪] তারপর তোমাদের মরতে হবে।[১৫] তারপর তোমাদের ওঠানো হবে কিয়ামাতের দিন।[১৬]

মানুষ সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর

দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ ۝١٧

তোমাদের ওপর বানিয়েছি (গ্রহ-নক্ষত্র পরিভ্রমণের) সাতটি কক্ষপথ; আর সৃষ্টিজগতের ব্যাপারে আমি কখনও উদাসীন নই।[১৭]

গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ

* أَيْ مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِالطَّعْنِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ ذَاهِبًا إِلَى الْعَيْنِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْمَعْنَى الَّذِيْ هُوَ التَّزْكِيَةُ (লিসানুল আরব); অথবা "যারা ভালো কাজে সক্রিয়" (তাহযীবুল লুগাহ, বাগাবি); অথবা "যারা যাকাত আদায় করে" (বাগাবি)।

মদীনা-যুগে ৫ম হিজরির শেষদিকে নাযিল

سُوْرَةُ النُّوْرِ ٢٤

সূরা নূর ২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

কুরআনের প্রকাশভঙ্গি ও বিধান স্পষ্ট

ব্যভিচার-সংক্রান্ত বিধান আয়াত ২-৯

ব্যভিচারের শাস্তি প্রাথমিক পর্যায়ের শাস্তির জন্য মিলিয়ে পড়ুন ৪:১৫–১৬

শাস্তি হতে হবে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে-লিপ্ত প্রত্যেকে সমান অপরাধী, কারণ প্রত্যেকের মানসিকতাই বিকৃত

سُوْرَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيْهَآ أٰيَاتٍۭ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ① اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ② اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ③

(এটি) একটি সূরা—যা আমি নাযিল করেছি, একে প্রকাশ করেছি প্রাঞ্জল ভাষায়*, আর এতে নাযিল করেছি কিছু স্পষ্ট বার্তা, যাতে তোমরা স্মরণ রাখতে পারো।[১] ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—এদের প্রত্যেককে একশ বেত্রাঘাত করো; তাদের প্রতি কোনও দয়াবোধ যেন আল্লাহর বিধান (বাস্তবায়ন)-এর ক্ষেত্রে তোমাদের কাবু করতে না পারে, যদি আল্লাহ ও পরকালের ওপর তোমাদের ঈমান থেকে থাকে; আর তাদের শাস্তি যেন মুমিনদের একটি দল স্বচক্ষে দেখে।[২] একজন ব্যভিচারী আরেকজন ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীর সঙ্গেই যৌনসম্পর্কে জড়ায়⁂, আর একজন ব্যভিচারিণীর সঙ্গেও একজন ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই যৌনসম্পর্কে জড়ায়; মুমিনদের জন্য সেটা নিষিদ্ধ।[৩]

ব্যভিচারের অভিযোগ এনে চারজন সাক্ষী হাজির করতে না পারার শাস্তি

সাক্ষ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ④ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤

যারা চরিত্রবতী নারীদের বিরুদ্ধে (ব্যভিচারের) অভিযোগ আনে, তারপর (অভিযোগের সমর্থনে) চারজন সাক্ষী হাজির করতে পারে না—তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো, আর কখনও তাদের কোনও সাক্ষ্য গ্রহণ করো না—তারাই হলো আল্লাহর আদেশ-লঙ্ঘনকারী[৪]—তবে তাদের বিষয়টি ভিন্ন যারা এর পর অনুশোচনা করে ফিরে আসে ও নিজেদের শুধরে নেয়, সে-ক্ষেত্রে আল্লাহ নিঃসন্দেহে ক্ষমাশীল, দয়ালু।[৫]

নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে সাক্ষী হাজির করতে না পারলে করণীয়

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ إِنَّهٗ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ ⑥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ⑦

আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে (ব্যভিচারের) অভিযোগ আনে, কিন্তু তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া অন্যান্য সাক্ষী নেই—সে-ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হলো চারবার আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলা যে, নিঃসন্দেহে সে সত্য কথা বলছে,[৬] আর পঞ্চমবার বলবে যে, সে মিথ্যুক হলে তার ওপর যেন আল্লাহর অভিশাপ নেমে আসে।[৭]

* بَيَّنَّا وَفَصَّلْنَا (ঝাজ্জাজ); অথবা “একে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি” (ঝাজ্জাজ)। ⁂ (তাবারি)। অথবা “একজন ব্যভিচারী আরেকজন ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করবে” (ঝাজ্জাজ)। ভাষাগত দিক দিয়ে উভয় অর্থ সঠিক হলেও, দ্বিতীয় অর্থটি সূরা বাকারা'র ২:২২১ নং আয়াতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তাই ইমাম তাবারি প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

যারা মুমিনদের ব্যাপারে অশ্লীল কথা ছড়ায় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির উপযুক্ত

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে* অশালীন কথা ছড়িয়ে পড়ুক—এটা যারা পছন্দ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে; (শাস্তির ধরন) আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।[১৯] তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর করুণা ও দয়া না থাকত আর আল্লাহ যদি অত্যন্ত দয়ালু করুণাময় না হতেন (তা হলে তোমাদের সামাজিক জীবনে কী যে বিপর্যয় নেমে আসত)![২০]

অশ্লীলতা শয়তানি কাজ

পরিশুদ্ধ জীবন আল্লাহর বিশেষ করুণা

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

যারা ঈমান এনেছ! তোমরা শয়তানের পায়ের ছাপ অনুসরণ করো না; আর যে শয়তানের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে (সে দেখতে পাবে)—নিঃসন্দেহে সে অশালীন ও খারাপ কাজের আদেশ দেয়। তোমাদের ওপর আল্লাহর করুণা ও দয়া না থাকলে, তোমাদের কেউই পরিশুদ্ধ হতে পারতে না; তবে আল্লাহ তাকেই পরিশুদ্ধ করেন—যে (আন্তরিকভাবে ফিরে আসতে) চায়*; আল্লাহ সব শোনেন, জানেন।[২১]

কেউ মন্দ ব্যবহার করলেও তাকে দান করা অব্যাহত রাখা উচিত

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُّؤْتُوْٓا أُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢﴾

তোমাদের মধ্যে যারা করুণা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন নিকট-আত্মীয়, অভাবী ও আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদের দান না করার ব্যাপারে শপথ না করে; তারা যেন ক্ষমা করে ও ধৈর্যশীল হয়। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিক? আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।[২২]

অপবাদ দেওয়া বিরাট অপরাধ

কিয়ামাতের দিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সাক্ষ্য দেবে

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْأٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٥﴾

যারা চরিত্রবতী অসাবধান মুমিন নারীদের অপবাদ দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর করুণা থেকে তাদের দূরে রাখা হবে, আর তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি,[২৩] যেদিন তাদের জিহ্বা, হাত ও পা-গুলো তাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে,[২৪] যেদিন আল্লাহ তাদের যথাযথ পাওনা পুরোপুরি বুঝিয়ে দেবেন, আর তারা ভালোভাবে জেনে যাবে—আল্লাহই মহাসত্য, (সবকিছু) স্পষ্টভাবে উপস্থাপনকারী।[২৫]

নোংরা কথা নোংরা মানুষের সঙ্গে যায়, আর ভালো কথা ভালো মানুষের সঙ্গে মানানসই

اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۖ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾

নোংরা কথা নোংরা মানুষের সঙ্গে যায়, আর নোংরা মানুষরাই নোংরা কথা ছড়ায়‡; (অন্যদিকে) ভালো কথা ভালো মানুষের সঙ্গে মানানসই, আর ভালো মানুষরাই ভালো কথা ছড়ায়। তারা যেসব (নোংরা) কথা বলছে, তা থেকে এসব (ভালো) লোক মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন; তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।[২৬]

* অথবা "মধ্যে"। মূলে রয়েছে "ফী", যা কখনও কখনও "আন" অর্থে ব্যবহৃত হয় (তাবারি ১১:৩১১)। ‡ (কাশশাফ)। অথবা "আল্লাহ যাকে চান তাকে পরিশুদ্ধ করেন" (তাবারি, বাগাবি)। ‡ اَلْكَلِمَاتُ الْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالرِّجَالُ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْكَلِمَاتِ الْخَبِيْثَاتِ (ঝাজ্জাজ, তাবারি)। শব্দগত দিক দিয়ে "নোংরা নারী নোংরা পুরুষের জন্য, নোংরা পুরুষও নোংরা নারীর জন্য"—এমন অনুবাদের সুযোগ থাকলেও আগের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় এখানে নোংরা ও ভালো কথা উদ্দেশ্য (তাবারি)।

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِيْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِيْنَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢٠﴾

তারপরও তারা তোমার কথা না শুনলে, বলে দাও "তোমরা যা করছো, সেসব বিষয়ে আমি দায়িত্বমুক্ত";[২১৬] আর ভরসা রাখো পরাক্রমশালী করুণাময়ের ওপর,[২১৭] যিনি তোমাকে দেখেন—যখন তুমি (তাঁর নির্দেশ-পালনের জন্য) দাঁড়িয়ে যাও,[২১৮] এবং (যখন) সাজদাকারীদের সঙ্গে (তাঁর প্রতি) মনোনিবেশ করো;[২১৯] তিনিই সব শোনেন, জানেন।[২২০]

মানুষের সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর নজরদারিতে

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيْنُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوْنَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۭ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٧﴾

আমি কি তোমাদের জানাব—শয়তানরা কার কাছে নেমে আসে?[২২১] তারা নেমে আসে পাপে-ডুবে-থাকা প্রত্যেক চরম মিথ্যুকের কাছে।[২২২] যারা (সব কথায়) কান দিয়ে বেড়ায়, আর যাদের বেশিরভাগই মিথ্যা কথা বলে।[২২৩] আর কবিরা: তাদের অনুসরণ করে বিপথগামীরা;[২২৪] তুমি কি দেখোনি—তারা (শালীন-অশালীন ও সত্য-মিথ্যা কথার) প্রত্যেক অলিগলিতে* উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঘুরে বেড়ায়,[২২৫] আর এমন এমন কথা বলে যা তারা নিজেরা করে না?[২২৬] অবশ্য তাদের কথা আলাদা—যারা ঈমান আনে, ভালো কাজগুলো করে, আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ রাখে, আর (প্রতিপক্ষের ওপর) আঘাত হানে জুলুমের শিকার হওয়ার পর। আর যারা অন্যায়ের পথ বেছে নিয়েছে, তারা অচিরেই জানতে পারবে—তাদের কোন (ভয়ংকর) গন্তব্যে যেতে হবে![২২৭]

শয়তান যাদের ওপর ভর করে

কবিদের উচ্ছৃঙ্খল কথা আর কুরআনের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বার্তার মধ্যে ব্যবধান বিশাল

কবিদের মধ্যে যারা ব্যতিক্রম

অন্যায়কারীদের পরিণতি

سُوْرَةُ النَّمْلِ ٢٧

সূরা নামল ২৭

মক্কা-যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

طٰسٓ ۚ تِلْكَ أٰيَاتُ الْقُرْأٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ﴿١﴾ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْأٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٣﴾

ত্ব সীন। এগুলো কুরআন তথা এমন কিতাবের পয়গাম, যা (তার বক্তব্য) স্পষ্টভাবে তুলে ধরে,[১] পথ দেখায় ও সুসংবাদ দেয় মুমিনদের[২]—যারা নামাজ কায়েম রাখে এবং যাকাত দেয়; আর তারাই মূলত পরকালের ওপর সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস রাখে।[৩]

কুরআনের পয়গাম স্পষ্ট

মুমিনের অপরিহার্য গুণ

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْأٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٤﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ ﴿٥﴾

যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, আমি তাদের কাজগুলোকে তাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরেছি, ফলে তারা (নিজেদের কর্মব্যস্ততার মধ্যে) দিশেহারার মতো ঘুরতে থাকে![৪] তারাই সেসব লোক, যাদের জন্য আছে ভয়ংকর শাস্তি, আর পরকালে তারাই হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।[৫]

পরকাল-অবিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য

তাদের পরিণতি

* মূলে রয়েছে 'ওয়াদিন', যার অর্থ 'উপত্যকা', তবে এখানে ভূপৃষ্ঠের উপত্যকা বোঝানো হয়নি, বরং তাদের কথা ও কবিতার প্রকৃতি বোঝানো হয়েছে (ঝাজ্জাজ)।

আর আনুগত্যে অটল থাকার জন্য দুবার পুরস্কার

বাইশ পারা

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে অটল থাকবে ও ভালো কাজ করবে, আমি তাকে দুবার পুরস্কার দেবো। আমি তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি সম্মানজনক জীবিকা।[৩১]

নবি ﷺ-এর স্ত্রীদের মাধ্যমে নারীদের প্রতি নির্দেশনা

আয়াত ৩২-৩৪

কোমল স্বরে কথা না বলা, ঘরে থাকা, সৌন্দর্য-প্রদর্শনী না করা, নামাজ কায়েম রাখা, যাকাত দেওয়া, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা এবং কুরআন-সুন্নাহ পাঠ করা

يَا نِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأٰتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ أٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

ও নবির স্ত্রীরা, তোমরা (যেনতেন) কোনও নারীর মতো নও। তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে চাইলে কোমল স্বরে কথা বলো না—এভাবে কথা বললে যার অন্তরে রোগ আছে, তার ভেতর কামনা জেগে ওঠে—বরং কথা বলো স্বাভাবিকভাবে;[৩২] তোমাদের ঘরে থাকো প্রশান্ত মনে—আগের জাহিলি যুগের* মতো সৌন্দর্য-প্রদর্শনী করে বেড়িও না; নামাজ কায়েম রাখো; যাকাত দাও; আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। ও (নবি)ঘরের বাসিন্দারা, আল্লাহ তোমাদের থেকে সমস্ত নোংরামি দূর করে তোমাদের সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন করে দিতে চান কেবল।[৩৩] আর তোমাদের ঘরগুলোতে আল্লাহর যেসব পয়গাম ও বিচক্ষণতার কথা পাঠ করা হয়, সেগুলো স্মরণ রাখো। আল্লাহ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে অবহিত।[৩৪]

নারী-পুরুষ সবার উদ্দেশে

আয়াত ৩৫-৩৬

মুমিন নারী-পুরুষের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصَّآئِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও নারী, ঈমান-আনা পুরুষ ও নারী, আল্লাহর আনুগত্যে অটল-থাকা পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যধারণকারী পুরুষ ও নারী, বিনয়ী পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোযাদার পুরুষ ও নারী, লজ্জাস্থান-হেফাজতে-রাখা পুরুষ ও নারী, আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণে-রাখা পুরুষ ও নারী—আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার![৩৫]

* 'জাহিলিয়া' এমন মতাদর্শের নাম—যার ভিত্তি হলো প্রবৃত্তি ও মূর্খতা, যা আসমানি কিতাব থেকে উৎসারিত নয়, যার মূলে আল্লাহ তাআলার কোনও ওহি নেই (اَلْمِلَّةُ الْجَاهِلِيَّةُ الَّتِيْ هِيَ هَوًى وَجَهْلٌ لَا تَصْدُرُ عَنْ كِتَابٍ وَلَا تَرْجِعُ إِلٰى وَحْيٍ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى (কাশশাফ, ৫:৫০-এর টীকা))।

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَآءَ الْأَوْفٰى ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكٰى ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى ﴿٤٥﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرٰى ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنٰى وَأَقْنٰى ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُوْلٰى ﴿٥٠﴾ وَثَمُوْدَ فَمَآ أَبْقٰى ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغٰى ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوٰى ﴿٥٣﴾ فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى ﴿٥٤﴾

তার কর্মপ্রচেষ্টা তাকে অচিরেই দেখানো হবে,[৪০] তারপর তাকে দেওয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান;[৪১] সবকিছুর গন্তব্য তোমার রবের কাছে;[৪২] তিনিই হাসান ও কাঁদান;[৪৩] তিনিই মৃত্যু দেন ও বাঁচিয়ে রাখেন;[৪৪] তিনিই নারী ও পুরুষ দুই প্রজাতি সৃষ্টি করেন[৪৫] বীর্য থেকে, যখন তা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়;[৪৬] (মৃত্যুর পর) আরেকবার জীবিত করার ক্ষমতা তাঁরই;[৪৭] তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর জমা করে রাখার মতো প্রাচুর্য দেন;[৪৮] শি'রা তারকার* মালিক তিনিই;[৪৯] তিনিই ধ্বংস করেছেন আগের আদ[৫০] ও সামুদ জাতিকে—কাউকেই অবশিষ্ট রাখেননি;[৫১] এর আগে ধ্বংস করেছেন নূহের জাতিকে: তারা সবাই ছিল ভীষণ অন্যায়কারী, চরম অবাধ্য;[৫২] আর ধ্বংস করেছেন (লূতের) উলটপালট হয়ে-যাওয়া জনপদ,[৫৩] পরিশেষে তাদের যা আচ্ছন্ন করার তা-ই আচ্ছন্ন করে নিয়েছে।"[৫৪]

পরকালে কাজ দেখিয়ে প্রতিদান
তিনিই চূড়ান্ত গন্তব্য
হাসি-কান্না, জীবন-মৃত্যু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে
সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবন তাঁরই ক্ষমতা
তিনিই অভাবমুক্তি ও প্রাচুর্যের জোগানদাতা
তিনিই ধ্বংস করেছেন আদ ও সামুদ জাতি এবং নূহ ও লূতের জনগোষ্ঠী

فَبِأَيِّ آلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿٥٥﴾ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُوْلٰى ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۩ ﴿٦٢﴾

এরপরও তোমার রবের কোন কোন ক্ষমতার‡ ব্যাপারে তুমি সন্দেহে ভুগছো?[৫৫] আগের সাবধানবাণীগুলোর মতো এটিও একটি সাবধানবাণী।[৫৬] (জবাবদিহিতার চূড়ান্ত সময়ক্ষণ) যা একেবারে কাছে, তা আরও কাছে চলে এসেছে,[৫৭] (তবে) সেটা প্রকাশ করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই।[৫৮] এ-পয়গাম কি তোমাদের কাছে আজব মনে হচ্ছে?[৫৯] তোমরা কান্নাকাটি না করে হাসছো?[৬০] আর (শিক্ষা গ্রহণ না করে) মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ?[৬১] (এসব না করে) আল্লাহর সামনে নত হও, তাঁরই গোলামি করো।[৬২]

সতর্কবাণী ও করণীয় আয়াত ৫৫-৬২
কুরআন একটি সাবধানবাণী
মানুষের জবাবদিহিতার সময়ক্ষণ ঘনিয়ে আসছে
হাসিতামাশা বাদ দিয়ে আল্লাহর গোলামিতে আত্মনিয়োগ করা উচিত

সাজদাহ্ ১২

سُوْرَةُ الْقَمَرِ ٥٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِنْ يَّرَوْا آيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

সূরা কমার ৫৪

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

(জবাবদিহিতার) চূড়ান্ত সময়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছে,[১] অথচ তারা নিদর্শন দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলছে "এটা চোখের ভুল‡, কিছুক্ষণ পর চলে যাবে§!"[২] তারা (আল্লাহর পয়গামকে) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, আর নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে; অচিরেই (আল্লাহর পয়গাম গ্রহণ-বর্জন) সবকিছুর ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে‖![৩]

মক্কা-যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল

নিদর্শন, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল আয়াত ১-৮
চোখের ভুল বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা
সবকিছুর ফল স্পষ্ট হয়ে যাবে

* Sirius তথা রাতের আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র (Encyclopaedia Britannica, Vol. 10, p. 845)। আরবের কিছু লোক এই নক্ষত্রের উপাসনা করত। তাই এ-আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এই নক্ষত্রের প্রভু ও স্রষ্টা, অতএব তিনিই উপাসনা-লাভের অধিকারী (ঝাজ্জাজ)। ‡ মূলে রয়েছে آلَاءْ (একবচনে أَلَى), যার দুটি অর্থ রয়েছে: (১) قُدْرَةٌ বা ক্ষমতা, (২) نِعْمَةٌ বা অনুগ্রহ। শব্দটি দুই অর্থেই কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত হয়েছে (তাবারি ১০:৫৪৫)। ‡ (কিতাবুল আইন)। § ذَاهِبٌ يَزُوْلُ وَلَا يَبْقَى (যামাখশারি, ঝাজ্জাজ)। ‖ (কালবি'র সূত্রে বাগাবি, যামাখশারি)।

وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ
أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنْتُمْ
عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ
وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

কারণ একটির ভিত্তি শির্ক, অপরটির ভিত্তি আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ

আমি যার গোলামি করছি, তোমরা তার গোলামি করবে না।[৩] তোমরা যার গোলামি করেছ, আমি তার গোলামি করব না।[৪] আমি যার গোলামি করি, তোমরা (কিছুতেই)* তার গোলামি করবে না।[৫] (কারণ) তোমাদের আছে তোমাদের (শির্কমিশ্রিত) জীবনাদর্শ, আর আমার আছে আমার (রবের সামনে আত্মসমর্পণ করার)⁑ জীবনাদর্শ।[৬]

سُوْرَةُ النَّصْرِ ١١٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا
۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

সূরা নাসর ১১০

১০ম হিজরিতে বিদায় হজ্জের সময় নাযিল

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় পেলে করণীয়

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে[১] আর তুমি দেখবে—লোকজন দলে দলে আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শে ঢুকছে,[২] তখন তোমার রবের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা ঘোষণা কোরো আর তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ো; নিঃসন্দেহে তিনি অনেক বেশি অনুশোচনা-কবুলকারী।[৩]

سُوْرَةُ اللَّهَبِ ١١١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ أَغْنٰى
عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَأَتُهٗ حَمَّالَةَ
الْحَطَبِ ۝٤ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ
مَّسَدٍ ۝٥

সূরা লাহাব ১১১

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর পরিণতি

আবু লাহাবের দুহাত ধ্বংস হোক! ধ্বংস হোক সে নিজেও![১] তার ধনসম্পদ ও সে যা অর্জন করেছে, সেগুলো তার কোনও কাজে আসবে না:[২] অচিরেই লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে ঢুকবে সে[৩] ও তার স্ত্রী—যে কাঁটা বহন করে আনে‡,[৪] যার ঘাড়ে থাকবে পাকানো সুতার রশি।[৫]

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ ١١٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ
۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ
لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤

সূরা ইখলাস ১১২

মক্কা-যুগের প্রথমদিকে নাযিল

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

আল্লাহ তাআলার পরিচয়

বলো, আল্লাহ এক।[১] আল্লাহ চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী⸙।[২] তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারও কাছ থেকে জন্ম নেননি,[৩] কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়।[৪]

* (তাবারি)। ⁑ (বাগাবি)। ‡ অথবা "যে অপবাদ লাগায়" (তাবারি, ঝাজ্জাজ)। ⸙ اَلسَّيِّدُ الَّذِيْ يَنْتَهِيْ إِلَيْهِ السُّؤْدَدُ (তাবারি, ঝাজ্জাজ)।

سُوْرَةُ الْفَلَقِ ١١٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥

সূরা ফালাক ১১৩

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

সৃষ্টিকুল, অন্ধকার, জাদুকর ও হিংসুক থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয়

বলো, আমি আশ্রয় চাই ভোরের আলোর রবের কাছে[১]—তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে,[২] অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা শুরু হয়,[৩] যারা (তন্ত্রমন্ত্র পড়ে) সুতার গিঁটে ফুঁ দেয় তাদের অনিষ্ট থেকে,[৪] আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।[৫]

سُوْرَةُ النَّاسِ ١١٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

সূরা নাস ১১৪

পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে।

কুপরামর্শদাতা জিন ও মানুষ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয়

বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের কাছে[১]—যিনি মানুষের অধিপতি,[২] মানুষের ইলাহ[৩]—এমন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে (আল্লাহকে স্মরণ করা হলে)* পিছু হটে,[৪] যে মানুষের অন্তরে কুপরামর্শ দেয়,[৫] (হোক সে) জিন অথবা মানুষ।[৬]

* (তাবারি, ঝাজ্জাজ)।

৬২৬

কুরআন মাজীদের কিছু বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলার বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব

নবি ﷺ বলেছেন—فَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ “সৃষ্টিকুলের ওপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, সকল কথার ওপর আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব তেমন।” (তিরমিযি ২৯২৬, হাসান)।

উত্থান-পতনের নেপথ্য কারণ

নবি ﷺ বলেছেন—إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ “আল্লাহ এ-কিতাবের ভিত্তিতে কিছু লোকের উত্থান ঘটাবেন, আর এরই ভিত্তিতে অন্যদের পতন ঘটাবেন।” (মুসলিম ৯৯৬)।

কুরআন অনুসরণ করা ও না করার পরিণতি

নবি ﷺ বলেছেন—اَلْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ “কুরআন শাফাআত করবে, এর শাফাআত গ্রহণ করা হবে, এর জবাবকে সত্য বলে মানা হবে। যে একে পথপ্রদর্শক মানবে, এটি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে; আর যে একে পেছনে ফেলে রাখবে, এটি তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।” (ইবনু হিব্বান ১২৪, সহীহ)।

কুরআন ও বিভিন্ন মানুষের উদাহরণ

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مَرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَىْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ

“যে-মুমিন কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হলো সুগন্ধি লেবুর (citron) মতো যার ঘ্রাণও ভালো স্বাদও ভালো, যে-মুমিন কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ হলো খেজুরের মতো যার স্বাদ ভালো কিন্তু কোনও ঘ্রাণ নেই, যে গোনাহের পথে চলে আবার কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হলো সুগন্ধি লতার (basil) মতো যার ঘ্রাণ সুন্দর কিন্তু স্বাদ তিতা, আর যে গোনাহের পথে চলে কিন্তু কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ হলো তিতা আপেলের (colocynth) মতো যার স্বাদ তিতা আবার কোনও ঘ্রাণ নেই। সৎসঙ্গের উদাহরণ হলো মেশ্‌ক-বিক্রেতার মতো, তার কাছ থেকে যদি কিছু নাও পাও অন্তত তার সুঘ্রাণ পাবে, আর অসৎসঙ্গের উদাহরণ হলো হাপর-চালকের মতো, তার কালির গুঁড়া তোমার গায়ে না লাগলেও তার ধোঁয়া তোমার গায়ে লাগবে।” ’ (আবু দাউদ ৪৮২৯, সহীহ)।

৬২৭

কিছু হৃদয়গ্রাহী দুআ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“রব আমাদের, তুমি আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও, পরকালেও কল্যাণ দাও, আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের বাঁচাও!” (সূরা বাকারা ২:২০১)।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

“রব আমাদের, আমরা ভুলে গেলে অথবা ভুল করলে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। রব আমাদের, তুমি আমাদের ওপর শপথের ভারী বোঝা চাপিয়ো না, যা আমাদের আগের লোকদের ওপর চাপিয়েছিলে। রব আমাদের, তুমি আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব আরোপ করো না—যা পালন করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো, আমাদের মাফ করে দাও, আর আমাদের ওপর দয়া করো। তুমি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফিরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।” (সূরা বাকারা ২:২৮৬)।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

“আমাদের রব, তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তর সঠিক পথ থেকে সরে যেতে দিয়ো না। তোমার কাছ থেকে আমাদের কিছু অনুগ্রহ দাও, তুমিই তো মহান দাতা।” (সূরা আলে ইমরান ৩:৮)।

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ

“আমাদের রব, তুমি যা নাযিল করেছেন, আমরা তা সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, (সত্যের) সাক্ষীদের সঙ্গে আমাদেরও শামিল করো।” (সূরা আলে ইমরান ৩:৫৩)।

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

“আমাদের রব, তুমি তো এই (মহাকাশ ও পৃথিবী) উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি! তুমি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও! রব আমাদের, তুমি যাকে জাহান্নামে ঢোকাবে, তাকে তো অপদস্থ করবে, আর জালিমদের সাহায্য করারও কেউ থাকবে না।” (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯১–১৯২)।

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

“রব আমাদের, আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি; তুমি যদি আমাদের মাফ না করো, আমাদের দয়া না করো, আমরা নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হবো।” (সূরা আ'রাফ ৭:২৩)।

কুরআনের কিছু বিশেষ শব্দের অর্থ

*[একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকে। যে-কোনও ভাষার ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য হলেও, আরবি ভাষায় এর প্রয়োগ অনেক বেশি। কুরআন মাজীদেও একটি শব্দ প্রসঙ্গভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে-ব্যবহৃত শব্দাবলির কত ধরনের অর্থ আছে—তা নিয়ে রচিত হচ্ছে **"কুরআনের অভিধান"** শিরোনামে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ, যেখানে স্থান পেয়েছে কুরআন নাযিলের পরবর্তী পাঁচ-ছয়শ বছরের মুফাসসির, ব্যাকরণবিদ ও অভিধানবিশারদদের বিশদ পর্যালোচনা। সেখান থেকে নির্বাচিত কিছু শব্দের অর্থ সংক্ষেপে নিচে পেশ করা হলো। **"কুরআনের অভিধান"** গ্রন্থটির রচনা সম্পন্ন হলে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে, ইন শা আল্লাহ।]*

آمَنَ ১ (কারও কথা) **সত্য বলে মেনে নেওয়া; সত্যায়ন করা** (সমা. اَلتَّصْدِيْقُ نَفْسُهُ (আইন), صَدَّقَ (তাবারি ১:২৯৮, ঝাজ্জাজ ১:৩৭), راست گوئی داشت، باور داشت (মুকাদ্দিমা ২০০:১৩))। قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى "ভুল পথ থেকে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে; সুতরাং যে তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহকে মেনে নেয়, সে এমন এক রশি আঁকড়ে ধরল যা কখনও ছিঁড়বার নয়।" (সূরা বাকারা ২:২৫৬)। "তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করা মানে—আল্লাহ ছাড়া যার গোলামি করা হয় এমন প্রত্যেকের কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা, আর আল্লাহকে মেনে নেওয়া মানে এ-কথা সত্যায়ন করা যে, আল্লাহই তার একমাত্র ইলাহ্, রব ও মা'বূদ (فَمَنْ يَّجْحَدُ رُبُوْبِيَّةَ كُلِّ مَعْبُوْدٍ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَكْفُرُ بِهِ وَيُصَدَّقُ بِاللّٰهِ أَنَّهُ إِلَهُهُ وَرَبُّهُ وَمَعْبُوْدُهُ دُوْنَ غَيْرِهِ (তাবারি ২:৭৮৭)। **২ নিরাপত্তা/ অভয় দেওয়া; আশ্রয় দেওয়া** (সমা. أَجَارَ (লিসান), امین نہاد (মুকাদ্দিমা ২০০:১৩), বিপ. أَخَافَ (লিসান))। (সূরা কুরাইশ; লিসান)।

أَشْرَكَ ১ (আল্লাহর সঙ্গে) **শির্ক করা; তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় কাউকে অংশীদার বানানো** (جَعَلَ لَهُ شَرِيْكًا فِيْ مُلْكِهِ (মুহকাম)); **কুফর করা/ আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করা** (সমা. كَفَرَ (মিসবাহ, কামুস, কুল্লিয়্যাত)); **তাঁর শরিক সাব্যস্ত করা** (أَنْ يَدْعُوَ شَرِيْكًا (জামহারা)); **সমকক্ষ নির্ধারণ করা** (عَدَلَ بِهِ (তাহযীব))। إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ "শয়তানের কর্তৃত্ব চলে কেবল সেসব লোকের ওপর—যারা তাকে অভিভাবক মানে এবং যারা তাকে কেন্দ্র করে শির্কে লিপ্ত থাকে।" (সূরা নাহল ১৬:১০০; তাহযীব)। 'শয়তানকে কেন্দ্র করে শির্কে লিপ্ত থাকা'র মানে হলো—তার আনুগত্য করার মাধ্যমে শির্কে লিপ্ত থাকা ও আল্লাহর গোলামি করার পাশাপাশি তারও গোলামি করা (صَارُوْا مُشْرِكِيْنَ بِطَاعَتِهِمْ لِلشَّيْطَانِ ... عَبَدُوْا اللّٰهِ وَعَبَدُوْا مَعَهُ الشَّيْطَانَ (তাহযীব))। **২** (জুতার) **ফিতা লাগানো** (جَعَلَ لَهَا شِرَاكًا (তাহযীব, সিহাহ), সমা. شَرَّكَ (সিহাহ, মুহকাম))। **৩ জাল/ ফাঁদে আটকা পড়া** (وَاقِعُوْنَ فِيْ شَرَكِ الدُّنْيَا أَيْ حُبَالَتِهَا (মুফরাদাত مُشْرِكٌ))।

أُمَّةٌ [ব.ব. **أُمَمٌ**] **১ একই রীতিনীতি/জীবনাদর্শের অনুসারী জনগোষ্ঠী** (كُلُّ قَوْمٍ فِيْ دِيْنِهِمْ (আইন), كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى دِيْنٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا لِسَائِرِ الْأَدْيَانِ فَهُوَ أُمَّةٌ عَلَى حِدَةٍ (আইন))। **২ অনুসরণীয় আদর্শ** (إِمَامًا فِي الْخَيْرِ يُقْتَدَى بِهِ، وَيُتَّبَعُ عَلَيْهِ (তাবারি ২:৩৬৯))। إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً "ইবরাহীম ছিল অনুসরণীয় আদর্শ।" (সূরা নাহল ১৬:১২০; তাবারি ২:৩৬৯)। **৩ প্রজন্ম** (جِيْلٌ مِنَ النَّاسِ (আইন))। **৪** (জীবজন্তুর) **প্রজাতি** (جِنْسٌ مِنَ السِّبَاعِ (আইন))।

أُمِّيٌّ ১ মায়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (তাবারি ১:৫৬২); **মায়ের পেট থেকে নিয়ে-আসা বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন,** অর্থাৎ **লিখে না** (الْمَنْسُوْبُ إِلَى مَا عَلَيْهِ جِبِلَّةُ أُمِّهِ أَيْ لَا يَكْتُبُ فَهُوَ فِيْ أَنَّهُ لَا يَكْتُبُ عَلَى مَا وُلِدَ عَلَيْهِ (ঝাজ্জাজ)); **লেখাপড়া শেখার আগের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত** (اَلَّذِيْنَ لَا يَكْتُبُوْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلَى مَا خُلِقَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ قَبْلَ تَعَلُّمِ الْكِتَابِ، وَالْكِتَابُ لَا يَكُوْنُ إِلَّا بِتَعَلُّمٍ (ঝাজ্জাজ ৫:১৬৪)); **লিখে না, লিখিত জিনিস পড়েও না** (لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ مِنْ كِتَابٍ (তাহযীব)); **ভালোভাবে লিখে না** (مَنْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَّكْتُبَ (তাবারি ১:৫৬২))। **২ লেখাপড়া সম্পর্কে অজ্ঞ** (مَنْ لَا يَعْرِفُ الْكِتَابَةَ وَلَا الْقِرَاءَةَ (মুগরিব))। **৩ আসমানি কিতাব-শূন্য** (لَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ (তাবারি ২:৭৮৩, বাগাবি ১৫৯, বায়যাবি ৩:২০))। اَلْعَرَبُ كَانَتْ أُمَّةً أُمِّيَّةً لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كِتَابٌ "আরবরা ছিল উম্মি জাতি—যাদের কাছে কোনও আসমানি কিতাব ছিল না।" (বাগাবি ১৫, তাবারি ২:৭৮৩)।

إِيْمَانٌ সত্যায়ন; সত্য বলে মেনে নেওয়া (সমা. اَلتَّصْدِيْقُ نَفْسُهُ (আইন), تَصْدِيْقٌ (তাবারি ১:১৯০)); **কথাকে কাজের মাধ্যমে সত্যায়ন** (সমা. تَصْدِيْقُ الْقَوْلِ بِالْعَمَلِ (তাবারি ১:১৯০)); **আল্লাহ, তাঁর আসমানি কিতাব ও বার্তাবাহকদের সত্য বলে স্বীকৃতি আর কাজের মাধ্যমে সেই স্বীকৃতিকে সত্যে পরিণতকরণ** (اَلْإِيْمَانُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِلْإِقْرَارِ بِاللّٰهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتَصْدِيْقُ الْإِقْرَارِ بِالْفِعْلِ (তাবারি ১:১৯০))। "" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৭)।